Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২৯

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

সূরা মুলক
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ

১। তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল্ মুল্‌কু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীরু। ২। নিল্লাযী খালাক্বাল্

(১) তিনি (আল্লাহ) অতি সু-মহান, যাঁর (একক) নিয়ন্ত্রণে চলছে বাদশাহী, তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (২) যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِيْ

মাওতা ওয়াল্ হায়া-তা লিইয়াব্‌লুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্‌সানু 'আমালান্ ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফূর। ৩। আল্লাযী

মৃত্যু এবং জীবন, তোমাদের মধ্যে কে নেক কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহা প্রতাপশালী, ক্ষমাশীল। (৩) তিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ

খালাক্বা সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বান; মা- তারা- ফী খাল্‌ক্বির রাহ্‌মা-নি মিন্ তাফা-উতিন ; ফারজ্বি'ইল্

সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে। তুমি করুণাময় (আল্লাহ)-এর সৃষ্টির মাঝে কোন অব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে না, পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার

الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ

বাস্বারা হাল্ তারা- মিন্ ফুত্বূর। ৪। ছুম্মার্ জ্বি'ইল্ বাস্বারা কার্‌রাতাইনি ইয়ান্‌ক্বালিব্ ইলাইকাল্ বাস্বারু

দৃষ্টিতে কি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে? (৪) অতঃপর তুমি বারবার (তোমার) দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমার সে দৃষ্টি নীচ

خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

খা-সিআঁও ওয়া হুওয়া হ্বাসীর। ৫। ওয়া লাক্বাদ্ যাইয়্যান্না স্ সামা—আদ্ দুন্‌ইয়া- বিমাস্বা-বীহ্ব ওয়া জ্বা'আল্‌না-হা- রুজূমাল্

ও দুর্বল হয়ে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (৫) আমি পৃথিবীর (নিকটতম) আকাশকে সৌন্দর্যময়, করেছি প্রদীপমালা (তারকাসমূহ) দ্বারা এবং তা বানিয়েছি

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

লিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আ'তাদ্‌না- লাহুম 'আযা-বাস্ সা'ঈর। ৬। ওয়া লিল্লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম 'আযা-বু

শয়তানগুলোকে আঘাত করার মাধ্যম এবং তাদের জন্য আমি শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৬) যারা কুফরী করে তাদের প্রতিপালকের সাথে, তাদের জন্যও রয়েছে

جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ

জ্বাহান্নামা ; ওয়া বি'সাল্ মাস্বীর। ৭। ইযা ~উল্‌কূ ফীহা- সামি'উ লাহা- শাহীক্বাওঁ ওয়া হিয়া তাফূর। ৮। তাকা-দু

জাহান্নামের শাস্তি, সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) যখন তাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা জাহান্নামের আওয়াজ শোনবে, আর তা হবে উচ্ছলিত। (৮) মনে

সূরা মুলকের ফজীলত ঃ এ সূরাটির ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত বর্ণনা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর কিতাবে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। সে সূরাটির সুপারিশে আল্লাহ গুনাহ মাফ করবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, কুরআন মাজীদে এমন একটি সূরা আছে, যে সূরাটি তার পাঠকারীর পক্ষে লড়বে, শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করায়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে শোয়ার পূর্বে, সূরা আলিফ লাম মীম, আস-সাজদাহ এবং সূরা মুলক পাঠ করতেন। (কুঃ কারীম) **বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ** رجوما للشيطين - এখানে তারকা দ্বারা দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে ঃ প্রথমত- আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা (তারকা) প্রদীপের মত আলো বিতরণ করে। দ্বিতীয়ত- শয়তান যদি আকাশের দিকে ওঠার চেষ্টা করে তখন এ তারকা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হয়ে তাদের উপর পতিত হয়। (কুঃ কারীম)

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

তামাইয়্যাযু মিনাল্ গাইযি ; কুল্লামা~উল্‌ক্বিয়া ফীহা- ফাওজুন্ সাআলাহুম খাযানাতুহা~আলাম্ ইয়া'তিকুম নাযীর।

হয় যেন, তা ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তার মধ্যে কোন দল নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

(৯) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ

৯। ক্বা-লূ বালা- ক্বাদ্ জা—আনা- নাযীর ; ফাকায্‌যাবনা- ওয়া ক্বুল্‌না- মা- নায্‌যালাল্লা-হু মিন্ শাইয়িন ইন আন্‌তুম

(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তাকে অস্বীকার করেছি এবং আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করে নি,

إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (১০) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

ইল্লা- ফী দ্বালা-লিন্ কাবীর। ১০। ওয়া ক্বা-লূ লাও কুন্না- নাসমা'উ আও না'ক্বিলু মা- কুন্না- ফী~আস্বহা-বিস্ সা'ঈর।

তোমরাতো চরম বিভ্রান্তের মধ্যে রয়েছ।" (১০) এবং তারা বলবে, যদি আমরা শোনতাম অথবা বুদ্ধি রাখতাম তবে আজ জাহান্নামবাসী হতাম না।

(১১) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (১২) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

১১। ফা'তারাফূ বিযাম্‌বিহিম্, ফাসুহ্‌ক্বাল্ লিআস্বহা-বিস্ সা'ঈর। ১২। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম

(১১) তারা তাদের গুনাহর কথা স্বীকার করবে, সুতরাং আজ দূরে থাক, জাহান্নামবাসীরা। (১২) নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যভাবে ভয় করে,

بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (১৩) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ

বিল্‌গাইবি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও ওয়া আজ্‌রুন কাবীর। ১৩। ওয়া আসিররূ ক্বাওলাকুম আওয়িজ্‌হারূ বিহী ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্

তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহা প্রতিদান। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, তিনি (আল্লাহ) অন্তরের গোপন

১ ১৪ ১ রুকূ

بِذَاتِ الصُّدُورِ (১৪) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (১৫) هُوَ الَّذِي

বিযা-তিস্ব স্বদূর। ১৪। আলা- ইয়া'লামু মান্ খালাক্ব ; ওয়া হুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খাবীর। ১৫। হুওয়াল্লাযী

বিষয়াবলি ভালোভাবেই জানেন। (১৪) যিনি স্রষ্টা, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত। (১৫) তিনিইতো (আল্লাহ)

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ

জা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বা যালূলান্ ফাম্‌শূ ফী মানা-কিবিহা- ওয়া কুলূ মির রিয্‌ক্বিহী ; ওয়া ইলাইহিন

ভূমিকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তার বিভিন্ন দিকে চলাফেরা এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার গ্রহণ কর। তাঁর দিকেই সবার

النُّشُورُ (১৬) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ○

নুশূর। ১৬। আ আমিন্‌তুম মান ফিস্ সামা—ই আইঁ ইয়াখ্‌সিফা বিকুমুল আরদ্বা ফাইয়া-হিয়া তামূর।

প্রত্যাবর্তন। (১৬) তোমরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে দাবিয়ে দিবেন এবং সেটি দুলতে থাকবে?

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১১) ঃ اصحب السعير - অর্থাৎ জাহান্নামবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত, সেদিন (কিয়ামতের দিন) দূরে থাকবে। কেউ বলেন- سحق জাহান্নামের একটি নাম। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ এ প্রমাণটির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্বাধীন স্রষ্টা, অতএব তোমাদের উক্তি ও অবস্থাসমূহেরও স্রষ্টা, কোন বস্তুকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হলে পূর্বে তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব, যাবতীয় সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা অনিবার্য। মানুষের উল্লেখ সম্ভবতঃ এ জন্য করা হয়েছে যে, মানুষ কাজের চেয়ে কথা অধিক বলে। ফলকথা- তিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। প্রত্যেককে যথোচিত বিনিময় দান করবেন।

١٧ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ٥

১৭। আম আমিন্‌তুম মান্‌ ফিস্‌ সামা—ই আইঁ ইউরসিলা 'আলাইকুম হা-স্বিবান ; ফাসাতা'লামূনা কাইফা নাযীর।

(১৭) অথবা তোমরা এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর শিলাবর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ করবেন? সুতরাং তোমরা অচিরেই জানবে যে, আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন ছিল।

١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ١٩ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

১৮। ওয়া লাক্বাদ্‌ কায্‌যাবাল্‌ লাযীনা মিন্‌ ক্বাব্‌লিহিম ফাকাইফা কা-না নাকীর। ১৯। আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বাইরি

(১৮) তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, পরিণামে তাদের প্রতি আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল? (১৯) তারা কি তাদের উপরের উড়ন্ত পাখিগুলোর প্রতি

فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ٥

ফাওক্বাহুম স্বা—ফ্‌ফা-তিওঁ ওয়া ইয়াক্ববিদ্বনা। মা- ইউম্‌সিকুহুন্না ইল্লার্‌ রাহ্‌মা-নু ; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্‌ বাস্বীর।

লক্ষ্য করে না, যারা পাখা বিস্তার করে আবার সংকুচিত করে? তাদেরকে পর করুণাময় (আল্লাহ)-ই স্থির করে রাখেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের দর্শনকারী।

٢٠ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا

২০। আম্মান্‌ হা-যাল্লাযী হুওয়া জুন্দুল্‌ লাকুম ইয়ান্‌স্বুরুকুম্‌ মিন্‌ দূনির্‌ রাহমা-নি ; ইনিল্‌ কা-ফিরূনা ইল্লা-

(২০) পরম করুণাময় আল্লাহ ব্যতীত? তোমাদের কি কোন বাহিনী আছে, যারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে, কাফিরেরা তো চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই

فِىْ غُرُوْرٍ ٢١ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ج بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ

ফী গুরূর। ২১। আম্মান্‌ হা-যাল্লাযী ইয়ার্‌যুকুকুম ইন্‌ আম্‌সাকা রিয্‌ক্বাহূ, বাল্‌ লাজ্জূ ফী 'উতুওয়িও

পড়ে আছে। (২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করবে, যদি তিনি (আল্লাহ) তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? বরং তারা (কাফিরেরা) বিদ্রোহিতায় ও

وَّنُفُوْرٍ ٢٢ اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ

ওয়া নুফূর। ২২। আফামাইঁ ইয়াম্‌শী মুকিব্বান 'আলা- ওয়াজ্‌হিহী~আহ্‌দা~আম্মাইঁ ইয়াম্‌শী সাওয়িইয়্যান্‌ 'আলা- স্বিরা-ত্বিম্‌

বিমুখতায় অটল রয়েছে। (২২) আচ্ছা, যে ব্যক্তি মুখ নীচু করে (কুজো হয়ে) চলে, সে কি সঠিক পথে চলে, না সে সোজা হয়ে সরল

مُّسْتَقِيْمٍ ٢٣ قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ

মুস্তাক্বীম। ২৩। কুল্‌ হুওয়াল্লাযী~আন্‌শাআকুম ওয়া জ্বা'আলা লাকুমুস্‌ সাম'আ ওয়াল্‌ আব্‌স্বা-রা ওয়াল আফ্‌ইদাতা ;

পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন (শোনার জন্য) কর্ণ, (দেখার জন্য) চক্ষু এবং অন্তর;

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٢٤ قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ٥

ক্বালীলাম মা- তাশ্‌কুরূন। ২৪। কুল্‌ হুওয়াল্লাযী যারা-আকুম ফিল্‌ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি তুহ্‌শারূন।

তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা সমবেত হবে।

✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ এতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কুফর নিতান্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। অতএব, হে কাফেরের দল! কোন কারণে যদি তোমরা ইহজগতে আযাব হতে রক্ষাও পাও, তবুও পরজগতে আল্লাহ্‌র এ ভীতি প্রদর্শন অনুযায়ী তোমাদের শাস্তি হওয়া অনিবার্য। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ২২) ঃ সারমর্ম এই যে, তোমাদের এ মিথ্যা উপাস্যসমূহ তোমাদের কোন ক্ষতিও রোধ করতে পারে না এবং তোমাদের কোন উপকারও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এরূপ অথর্ব পদার্থের উপাসনা করা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ২৩) ঃ অনুরূপভাবে মু'মিনদের অবলম্বিত পথ সরল ও সোজা। অতিরিক্ততাও নাই, ন্যূনতাও নাই। পক্ষান্তরে কাফেরদের পথ বাঁকা ও ভ্রান্তিমূলক। ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তাদের চলতে হয়, সুতরাং গন্তব্যস্থানে পৌছা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (বঃ কোঃ)

۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ص

২৫। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ২৬। কুল্ ইন্নামাল্ 'ইল্‌মু 'ইন্দাল লা-হি,

(২৫) কাফেরেরা বলে যে, কখন এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে তা বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (২৬) বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে,

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ওয়া ইন্নামা~আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রাআওহু যুল্‌ফাতান্ সী—আত্ উজূহুল্ লাযীনা কাফারূ

আমিতো শুধু মাত্র একজন স্পষ্ট সাবধানকারী। (২৭) যখন তারা প্রতিশ্রুতি দিবসকে খুব নিকটে দেখতে পাবে, তখন সে কাফিরদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যাবে

وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ

ওয়া ক্বীলা হা-যাল লাযী কুন্‌তুম বিহী তাদ্দা'উন। ২৮। কুল আরাআইতুম্ ইন্ আহ্‌লাকানিয়াল্লা-হু

এবং তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যা তোমরা অন্বেষণ করছিলে। (২৮) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ, যদি আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে আল্লাহ

وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ قُلْ

ওয়া মাম্ মা'ইয়া আও রাহ্বিমানা- ফামাঈ ইউজ্বীরুল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম। ২৯। কুল্

বিনাশ করে দেন অথবা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তবে কাফিরদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবেন? (২৯) বলুন,

هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

হুওয়ার্ রাহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী ওয়া'আলাইহি তাওয়াক্কালনা-, ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

তিনিই পরম করুণাময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর আমাদের ভরসা, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

রুকূ ২ ع ১৬ ২

۞ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ○ ع

৩০। কুল্ আরাআইতুম ইন্ আস্ববাহা মা—উকুম গাওরান ফামাঈ ইয়া'তীকুম্ বিমা—ইম্ মা'ঈন।

(৩০) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করেছ যে, যদি তোমাদের পানি ভূমির তলদেশে চলে যায়, তখন এমন কে আছে, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি নিয়ে আসবে।

সূরা ক্বালাম মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৫২ রুকূ ঃ ২

① نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ② مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ③ وَاِنَّ لَكَ

১। নূ—ন ওয়াল ক্বালামি ওয়ামা- ইয়াস্তুরূন। ২। মা~আন্তা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজ্নূন। ৩। ওয়া ইন্না লাকা

(১) নূন- শপথ কলমের এবং লিপিকার যা লিপিবদ্ধ করে তারা; (২) (হে নবী) আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নন: (৩) এবং আপনার

لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ④ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ⑤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ○

লাআজ্‌রান্ গাইরা মাম্নূন। ৪। ওয়া ইন্নাকা লা'আলা- খুলুক্বিন্ 'আজীম। ৫। ফাসাতুব্‌স্বিরু ওয়া ইউব্‌স্বিরূন।

জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে। (৪) নিশ্চয়ই আপনি সু-মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) অতি শীঘ্রই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে।

⑥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ⑦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَ اَعْلَمُ

৬। বিআয়্যীকুমুল মাফ্‌তূন। ৭। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান দ্বাল্লা 'আন সাবীলিহী ওয়া হুওয়া আ'লামু

(৬) কে তোমাদের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃত (বিভ্রান্ত)। (৭) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তাঁর পথ থেকে কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ভালভাবে

بِالْمُهْتَدِيْنَ ⑧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ⑩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

বিল্‌মুহ্‌তাদীন। ৮। ফালা- তুত্বি'ইল্ মুকায্‌যিবীন। ৯। ওয়াদ্দূ লাও তুদ্‌হিনু ফাইউদ্‌হিনূন। ১০। ওয়ালা- তুত্বি' কুল্লা

জানেন। (৮) সুতরাং আপনি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করবেন না। (৯) তারা চায় যে, আপনি একটু সহজ হন তবে তারাও সহজ হবে। (১০) আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা শোনবেন না, যে

حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑪ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ⑫ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑬ عُتُلٍّۭ بَعْدَ

হাল্লা-ফিম মাহীন, ১১। হাম্মা-যিম মাশ্‌শা—ইম বিনামীম। ১২। মান্না-'ইল্ লিল্‌খাইরি মু'তাদিন আছীম। ১৩। উতুল্লিম্ বা'দা

অধিক কসমকারী, যে অতি নিকৃষ্ট। (১১) যে নিন্দুক, চোগল খোর, কুৎসা রটনাকারী, (১২) উত্তম কাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপাচারী, (১৩) বদমেজাজী,

ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ⑭ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ⑮ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ

যা-লিকা যানীম। ১৪। আন্ কা-না যা- মা-লিওঁ ওয়া বানীন। ১৫। ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহি আ-য়া-তুনা- ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল

এরপরেও কুখ্যাত। (১৪) এর কারণ সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এগুলো প্রাচীনকালের

الْاَوَّلِيْنَ ⑯ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ⑰ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ

আওয়্যালীন। ১৬। সানাসিমুহু 'আলাল খুরতূম। ১৭। ইন্না- বালাওনা-হুম কামা- বালাওনা~আস্বহা-বাল্ জান্নাতি, ইয্

উপখ্যান। (১৬) আমিও অতি শীঘ্র তাদের নাসিকার উপর সনাক্ত করে দিব। (১৭) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ

اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ⑱ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ⑲ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ

আক্বসামূ লাইয়াস্বরিমুন্নাহা- মুস্ববিহীন। ১৮। ওয়ালা- ইয়াস্‌তাছনূন। ১৯। ফাত্বা-ফা 'আলাইহা- ত্বা—ইফুম্ মির্

করেছিল যে, তারা ভোর বেলা বাগানের ফলগুলো সংগ্রহ করবেই। (১৮) তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি। (১৯) অতঃপর সে বাগানের ওপর পতিত হল এক ঘূর্ণায়মান বিপদ

رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ⑳ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ㉑ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ㉒ اَنِ اغْدُوْا

রাব্বিকা ওয়া হুম না—ইমূন। ২০। ফাআস্ববাহাত কাস্বস্বারীম। ২১। ফাতানা-দাও মুস্ববিহীন। ২২। আনিগ্‌দূ

আপনার রবের পক্ষ থেকে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। (২০) ফলে (বাগানটি) হয়ে গেল কর্তিত ক্ষেতের সদৃশ। (২১) ভোরবেলাই তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) নিজ

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ خلق عظيم - (সুমহান চরিত্রের অধিকারী) এর দ্বারা, ইসলাম, দ্বীন অথবা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে নবী! আপনি এমন (সুন্দর) চরিত্রের উপর রয়েছেন, যার নির্দেশ আল্লাহ আপনাকে কুরআনে অথবা দ্বীন ইসলামে দিয়েছেন। অথবা خلق عظيم দ্বারা সুন্দর আচার, আচরণ, বিশ্বস্ততা, সদ্ব্যবহার করা এবং উদারতা প্রদর্শন, দয়া ভালোবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি সুন্দর চরিত্রগুলোকে বুঝান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াতের পূর্বেও উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং নবুওয়াতের পরে তাতে আরও উন্নত হয়েছে। এজন্য হযরত আয়েশার (রা) কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাবে বলেন, "কুরআনই তাঁর চরিত্র"। (কুঃ কারীম)

على حرثكم ان كنتم صرمين ﴿٢٣﴾ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴿٢٤﴾ ان لا يدخلنها

'আলা- হ্বারছিকুম ইন্ কুন্তুম স্বা-রিমীন। ২৩। ফানত্বালাকূ ওয়া হুম ইয়াতাখা-ফাতূন। ২৪। আল্ লা- ইয়াদ্খুলান্নাহাল

নিজ বাগানে চল, যদি ফল সংগ্রহ করতে চাও। (২৩) অতঃপর তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলতে বলতে বের হল, (২৪) আজ যেন তোমাদের কাছে কোন গরীব

اليوم عليكم مسكين ﴿٢٥﴾ وغدوا على حرد قدرين ﴿٢٦﴾ فلما راوها قالوا انا

ইয়াওমা 'আলাইকুম মিস্কীনুওঁ ২৫। ওয়া গাদাও 'আলা-হারদিন ক্বা-দিরীন। ২৬। ফালাম্মা- রাআওহা- ক্বা-লূ~ইন্না-

ব্যক্তি এতে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম, এ থরণাপ্প অতি প্রভাতে রওয়ানা করল। (২৬) যখন তারা বাগানটি দেখল, তখন বলল,

لضالون ﴿٢٧﴾ بل نحن محرومون ﴿٢٨﴾ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا

লাদ্বা—ল্লূন। ২৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন। ২৮। ক্বা-লা আওসাত্বুহুম আলাম্ আক্বুল্ লাকুম্ লাওলা-

আমরাতো পথভ্রষ্ট হয়েছি। (২৭) বরং আমরা বঞ্চিত। (২৮) তাদের মধ্যে যে ভাল লোকটি ছিল সে বলল, আমি তোমাদের কাছে বলেছিলাম না, কেন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ

تسبحون ﴿٢٩﴾ قالوا سبحن ربنا انا كنا ظلمين ﴿٣٠﴾ فاقبل بعضهم على بعض

তুসাব্বিহূন। ২৯। ক্বা-লূ সুব্হা-না রাব্বিনা~ইন্না- কুন্না- জা-লিমীন। ৩০। ফাআক্ববালা বা'দ্বুহুম 'আলা- বা'দ্বিঁই

বর্ণনা করছনা? (২৯) তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম পাপিষ্ঠ। (৩০) তারা পরস্পরে মুখামুখি হয়ে একজন অন্যজনকে দোষ চাপাতে

يتلاومون ﴿٣١﴾ قالوا يويلنا انا كنا طغين ﴿٣٢﴾ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا

ইয়াতালা-ওয়ামূন। ৩১। ক্বা-লূ ইয়া- ওয়াইলানা~ইন্না- কুন্না- ত্বা-গীন। ৩২। 'আসা- রাব্বুনা~আঁই ইউব্দিলানা- খাইরাম্ মিন্হা- ইন্না~

থাকে। (৩১) তারা বলল, হায় আফসোস! আমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী ছিলাম। (৩২) আশা করা যায়, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বাগান দান করবেন,

الى ربنا رغبون ﴿٣٣﴾ كذلك العذاب ط ولعذاب الاخرة اكبر م لو كانوا

ইলা- রাব্বিনা- রা-গিবূন। ৩৩। কাযা-লিকাল 'আযা-বু ; ওয়ালা'আযা-বুল আ-খিরাতি আক্বারু। লাও কা-নূ

আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাশী। (৩৩) এভাবেই শাস্তি হয়, আর পরকালের শাস্তি আরও কঠিন। যদি

রুকূ ৩

يعلمون ﴿٣٤﴾ ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم ﴿٣٥﴾ افنجعل المسلمين

ইয়া'লামূন। ৩৪। ইন্না লিল্মুত্তাকীনা 'ইন্দা রাব্বিহিম জান্না-তিন্ না'ঈম। ৩৫। আফানাজ্'আলুল্ মুস্লিমীনা

তারা তা জানত। (৩৪) নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে সুখের জান্নাত, (৩৫) আমি কি মুসলমানগণকে (মর্যাদায়)

كالمجرمين ﴿٣٦﴾ ما لكم قف كيف تحكمون ﴿٣٧﴾ ام لكم كتب فيه تدرسون ٥

কাল্মুজ্রিমীন। ৩৬। মা- লাকুম, কাইফা তাহ্কুমূন। ৩৭। আম লাকুম্ কিতা-বুন্ ফীহি তাদরুসূন,

গুনাহগারদের সদৃশ করব? (৩৬) তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন ফয়সালা করছ? (৩৭) তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে? যাতে তোমরা পড়ছ যে,

﴿٣٨﴾ ان لكم فيه لما تخيرون ﴿٣٩﴾ ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيمة لا

৩৮। ইন্না লাকুম ফীহি লামা- তাখাইয়্যারূন। ৩৯। আম লাকুম আইমা-নুন 'আলাইনা- বা-লিগাতুন ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি

(৩৮) তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে, তোমাদের মনঃপূত কথা। (৩৯) বা তোমদের জন্য কি আমার নিকট থেকে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে? যা হলো,

إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا

ইন্না লাকুম লামা- তাহ্কুমূন। ৪০। সাল্হুম আইয়্যুহুম্ বিযা-লিকা যা'ঈম। ৪১। আম লাহুম শুরাকা—উ, ফালইয়া'তূ

তোমাদের জন্য তা-ই যা তোমরা ফয়সালা করবে। (৪০) আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এর দায়িত্বশীল। (৪১) তাদের কি কোন শরীক আছে? তবে তারা

بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

বিশুরাকা—ইহিম ইন্ কা-নূ ছা-দিক্বীন। ৪২। ইয়াওমা ইউক্শাফু 'আন্ সা-ক্বিও ওয়া ইউদ্'আওনা ইলাস্ সুজুদি

যেন তাদের শরীকদের নিয়ে আসে, যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) স্মরণ করুন, পায়ের গোছা উন্মোচিত করার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে সিজদার জন্য আহবান করা হবে,

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى

ফালা- ইয়াস্তাত্বী'ঊন। ৪৩। খা-শি'আতান্ আব্ছা-রুহুম তার্হাকুহুম যিল্লাতুন;ওয়া ক্বাদ্ কা-নূ ইউদ'আওনা ইলাস্

কিন্তু (সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন

السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٤﴾ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم

সুজুদি ওয়া হুম সা-লিমূন। ৪৪। ফাযার্নী ওয়া মাঁই ইউকায্যিবু বিহা-যাল্ হ্বাদীছি ; সানাস্তাদ্রিজুহুম

তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। (৪৪) আমাকে এবং যে এ বাণীকে অস্বীকার করে তাকে ছেড়ে দিন অতিশীঘ্রই আমি তাদেরকে এমনভাবে আস্তে

مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

মিন্ হ্বাইছু লা- ইয়া'লামূন। ৪৫। ওয়া উম্লী লাহুম ; ইন্না কাইদী মাতীন। ৪৬। আম তাস্আলুহুম

আস্তে টেনে আনব, যা তারা বুঝতেই পারবে না। (৪৫) আর আমি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার পরিকল্পনা খুবই দৃঢ়। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে কোন

أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٧﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٨﴾ فَاصْبِرْ

আজ্রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্রামিম্ মুছ্ক্বালূন। ৪৭। আম 'ইন্দাহুমুল গাইবু ফাহুম ইয়াকতুবূন। ৪৮। ফাছ্বির

পারিশ্রমিক দাবি করেন যে, যেটাকে তারা জরিমানার ভার মনে করবে? (৪৭) তবে তাদের কাছে কি কোন অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে? (৪৮) আপনি

لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٩﴾ لَّوْلَا

লিহুক্মি রাব্বিকা ওয়ালা- তাকুন্ কাস্বা-হিবিল্ হূত। ইয্ না-দা- ওয়া হুওয়া মাক্জূম। ৪৯। লাওলা~

আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি মৎস্যসাথীর মত হবেননা, যখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ অবস্থায় প্রার্থনা করেছিল। (৪৯) যদি তার

أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٥٠﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ

আন্ তাদা-রাকাহূ নি'মাতুম মির রাব্বিহী লানুবিযা বিল্'আরা—ই ওয়া হুওয়া মায্মূম। ৫০। ফাজ্তাবা-হু রাব্বুহূ ফাজা'আলাহূ

প্রতিপালকের দয়া তার প্রতি না হত, তবে সে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত ময়দানে, নিন্দিত অবস্থায়। (৫০) পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনয়ন করলেন এবং তাকে পুণ্যবানদের

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥١﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৫১। ওয়া ইঁ ইয়াকা-দুল্ লাযীনা কাফারূ লাইউয্লিকূ নাকা বিআব্ছা-রিহিম লাম্মা-

অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৫১) আর কাফিরেরা যখন কুরআন পাঠ শোনে, তখন মনে হয় যেন, তারা আপনাকে তাদের দৃষ্টি শক্তি দ্বারা

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

সামি'উয্ যিক্রা ওয়া ইয়াকূলূনা ইন্নাহূ লামাজ্নূন। ৫২। ওয়ামা- হুওয়া ইল্লা- যিক্রুল লিল'আ-লামীন।

উপড়িয়ে ফেলবে এবং তারা বলে এতো নিশ্চয়ই একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক। (৫২) কুরআনতো সারা জাহানের জন্য এক উপদেশ।

২ রুকূ ৪

সূরা হা-ক্কাহ্ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৫২ রুকূ ঃ ২

١ اَلْحَاقَّةُ ٢ مَا الْحَاقَّةُ ٣ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ٤ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ

১। আলহা—ক্ক্বাতু ২। মাল্ হা—ক্ক্বাতু ৩। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল হা—ক্ক্বাতু। ৪। কায্‌যাবাত ছামূদু ওয়া 'আ-দুম

(১) প্রলয়ংকারী ঘটনা; (২) সে প্রলয়ংকারী ঘটনা কী? (৩) আর আপনি কি জানেন, সে প্রলয়ংকারী ঘটনা কি? (৪) সামূদ ও আদ সম্প্রদায় সে প্রলয়কে

بِالْقَارِعَةِ ٥ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ٦ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ

বিল ক্বা-রি'আতি। ৫। ফাআম্মা-ছামূদু ফাউহ্‌লিকূ বিত্ত্বা-গিয়াতি। ৬। ওয়া আম্মা-'আ-দুন ফাউহ্‌লিকূ বিরীহিন্

অস্বীকার করেছিল। (৫) ফলে সামূদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল, এক ভয়ংকর বজ্র দিয়ে। (৬) এবং আদ সম্প্রদায়, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল,

صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ

স্বার্‌স্বারিন্ 'আ-তিয়াতিন। ৭। সাখ্‌খারাহা- 'আলাইহিম সাব্'আ লাইয়া-লিওঁ ওয়া ছামা-নিয়াতা আইয়্যা-মিন্ হুসূমান্

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা। (৭) যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও সাত দিন অবিরামভাবে। যদি তখন উপস্থিত থাকতেন আপনি সে

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرٰى

ফাতারাল্ ক্বাওমা ফীহা- ছার'আ- কাআন্নাহুম আ'জ্বা-যু নাখ্‌লিন্ খা-ওয়িয়াতিন। ৮। ফাহাল্ তারা-

সম্প্রদায়কে দেখতেন তারা ভূমিতে এমনভাবে পতিত হয়ে আছে, মনে হয় যেন, অন্তঃসার শূন্য খেজুরের কাণ্ড পড়ে আছে। (৮) আপনি তাদের

لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ٩ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ

লাহুম্ মিম্ বা-ক্বিয়াহ্। ৯। ওয়া জ্বা—আ ফির্'আওনু ওয়া মান্ ক্বাব্‌লাহূ ওয়াল্ মু'তাফিকা-তু বিল্ খা-ত্বিআহ্।

কারও কি অবস্থিতি দেখতেছেন? (৯) ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং ওলট-পালটকৃত জনবসতির বাসিন্দারা, গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল।

١٠ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ١١ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ

১০। ফা'আস্বাও রাসূলা রাব্বিহিম ফাআখাযাহুম আখ্‌যাতার্ রা-বিয়াহ্। ১১। ইন্না- লাম্মা- ত্বাগাল মা—উ হ্বামাল্‌না-কুম

(১০) তারা তাদের রবের রাসূলের বিরোধিতা করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর ভাবে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন পানি উত্তোলিত হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে

فِي الْجَارِيَةِ ﴿١٢﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا نُفِخَ

ফিল জ্বা-রিয়াহ্। ১২। লিনাজ্ব'আলাহা- লাকুম তায্কিরাতাওঁ ওয়া তা'ইয়াহা~ উযুনুওঁ ওয়া-'ইয়াহ। ১৩। ফাইযা- নুফিখা

আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায়। (১২) আমি এটা করেছিলাম তোমাদের উপদেশের জন্য এবং যাতে সচেতন কর্ণ তা সংরক্ষণ করে। (১৩) যখন শিংগায়

فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٤﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً

ফিস্স্বূরি নাফ্খাতুও ওয়া-হ্বিদাহ্। ১৪। ওয়া হুমিলাতিল আরদ্বু ওয়াল জ্বিবা-লু ফাদুক্কাতা- দাক্কাতাওঁ

ফুৎকার দেয়া হবে, একবার, (১৪) তখন পৃথিবী ও পর্বতসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে অতঃপর একই ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ

وَاحِدَةً ﴿١٥﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٦﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

ওয়া-হ্বিদাহ্। ১৫। ফাইয়াওমাইযিওঁ ওয়াক্বা'আতিল ওয়া-ক্বি'আহ্। ১৬। ওয়ান্শাক্কাতিস্ সামা—উ ফাহিয়া ইয়াওমায়িযিওঁ

করে দেয়া হবে। (১৫) সেদিন ঘটবে মহা প্রলয়, (১৬) এবং আকাশ ফেটে যাবে এবং সেদিন তা অকার্যকর

وَاهِيَةٌ ﴿١٧﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ওয়া-হিয়াহ্। ১৭। ওয়াল্ মালাকু 'আলা~আরজ্বা—ইহা-; ওয়া ইয়াহ্মিলু 'আর্শা রাব্বিকা ফাওক্বাহুম ইয়াওমাইযিন্

হয়ে যাবে। (১৭) আর ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশ, আটজন (ফেরেশতা) তাদের ওপর

ثَمَانِيَةٌ ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

ছামা-নিয়াহ্। ১৮। ইয়াওমাইযিন্ তু'রাদ্বূনা লা- তাখ্ফা- মিন্কুম খা-ফিয়াহ্। ১৯। ফাআম্মা- মান্ উতিয়া

বহন করবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (১৯) তখন যাকে তার আমলনামা

كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ

কিতা-বাহূ বিয়ামীনিহী ফাইয়াক্বূলু হা—উমুক্বরাউ কিতা-বিয়াহ্। ২০। ইন্নী জানান্তু আন্নী মুলা-ক্বিন্

ডান হাতে দেয়া হবে, তখন সে খুশীতে বলবে, লও আমার আমলনামা, পড়। (২০) আমার নিশ্চিত জানা ছিল যে, আমাকে অবশ্যই হিসাবের

حِسَابِيَهْ ﴿٢١﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢٢﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٣﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

হিসা-বিয়াহ্। ২১। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ রা-দ্বিয়াহ্। ২২। ফী জ্বান্নাতিন 'আ-লিয়াহ্। ২৩। কুত্বূফুহা- দা-নিয়াহ্।

সামনা-সামনি হতে হবে। (২১) সুতরাং সে সুখী জীবন যাপন করবে, (২২) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে, (২৩) যার ফলসমূহ ঝুলন্ত থাকবে খুব কাছাকাছি।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

২৪। কুলূ ওয়াশ্রাবূ হানী—আম্ বিমা ~আস্লাফ্তুম ফিল্ আইয়্যা-মিল খা-লিয়াহ্। ২৫। ওয়া আম্মা- মান্ উতিয়া

(২৪) (তাদের বলা হবে) তৃপ্তিসহ খাও ও পান কর, তোমাদের সে কর্মের বিনিময়, যা তোমরা বিগতদিনসমূহে করেছিলে। (২৫) কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে

o টীকা (আঃ ১৬) ঃ বিদীর্ণ হওয়া তার দুর্বলতার প্রমাণ। বর্তমানে যেমন উহা সুদৃঢ় রয়েছে এবং তার কোথাও ফাটল নাই; কিন্তু সেদিন তাতে এ গুণ থাকবে না, বরং দুর্বলতা ও ফাটল দেখা দিবে। (বঃ কোঃ)

o টীকা (আঃ ১৭) ঃ বুঝা যায়, আসমান মধ্যস্থল হতে ফেটে চতুর্দিকে সঙ্কুচিত হবে, ফেরেশতাগণ মধ্যস্থল হতে সরে কিনারায় যাবে। পরে তাদেরও মৃত্যু ঘটবে। (বঃ কোঃ) হাদীসে আছে, চরজন ফেরেশতা আরশ্ বহন করে আছে। কিয়ামতে আটজন ফেরেশতা তা কিয়ামতের মাঠে আনয়ন করবে এবং হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হবে। (বঃ কোঃ)

كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

কিতা-বাহূ বিশিমা-লিহী ফাইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানী লাম্ উতা কিতা-বিয়াহ্। ২৬। ওয়া লাম আদ্‌রি মা- হ্বিসা-বিয়াহ্।
দেয়া হবে, সে বলবে হায় আফসোস! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হত, (২৬) এবং আমার হিসাব সম্পর্কে যদি আমি অবগত না হতাম।

﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ

২৭। ইয়া-লাইতাহা- কা-নাতিল্ ক্বা-দ্বিয়াহ্। ২৮। মা~আগ্‌না- 'আন্নী মা-লিয়াহ্। ২৯। হালাকা 'আন্নী সুলত্বা-নিয়াহ।
(২৭) হায়! মৃত্যু যদি আমাকে শেষ করে দিত। (২৮) আমার ধন-সম্পদও আমার কোনই উপকারে আসল না। (২৯) আমার প্রভাব আমার থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

৩০। খুযূহু ফাগুললূহ। ৩১। ছুম্মাল জ্বাহ্বীমা স্বাল্লূহু। ৩২। ছুম্মা ফী সিল্‌সিলাতিন্ যার্'উহা- সাব্'ঊনা
(৩০) বলা হবে ওকে ধর, ওকে বেরী পরিয়ে দাও। (৩১) অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। (৩২) তারপর ওকে এমন জিঞ্জির দ্বারা জড়াও,

ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ

যিরা-'আন্ ফাস্‌লুকূহ। ৩৩। ইন্নাহূ কা-না লা- ইউ'মিনু বিল্লা-হিল্ 'আজীম। ৩৪। ওয়ালা- ইয়াহুদ্বদ্বু
যার দীর্ঘ সত্তর হাত। (৩৩) সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না। (৩৪) এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে

عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا

'আলা- ত্বা'আ-মিল মিস্‌কীন। ৩৫। ফালাইসা লাহুল ইয়াওমা হা-হুনা- হ্বামীম। ৩৬। ওয়ালা- ত্বা'আ-মুন ইল্লা-
উদ্বুদ্ধ করত না। (৩৫) সুতরাং আজ (কিয়ামতের দিন) তার কোনই বন্ধু থাকবেনা, (৩৬) এবং তার জন্য কোনই খাদ্য থাকবে না

রুকূ ১

مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ

মিন্ গিস্‌লীন। ৩৭। লা- ইয়া'কুলুহূ~ইল্লাল খা-ত্বিউন। ৩৮। ফালা- উক্বসিমু বিমা- তুবস্বিরূন। ৩৯। ওয়ামা- লা- তুবস্বিরূন,
পুঁজ ছাড়া। (৩৭) যা পাপিষ্ঠ ব্যতীত আর কেউই খাবে না। (৩৮) আমি শপথ করছি, সে বস্তুসমূহের যা তোমরা দেখতেছ। (৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا

৪০। ইন্নাহূ লাক্বাওলু রাসূলিন্ কারীম। ৪১। ওয়ামা- হুওয়া বিক্বাওলি শা-'ইরিন ; ক্বালীলাম
(৪০) নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের (বহনকৃত) কথা। (৪১) এটা কোন কবির (নিজের, কথা নয়, তোমরা অল্প লোকই

مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ

মা- তু'মিনূন। ৪২। ওয়ালা- বিক্বাওলি কা-হিনিন ; ক্বালীলাম মা- তাযাক্কারূন। ৪৩। তান্‌যীলুম মির্ রাব্বিল
ঈমান আন, (৪২) এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্প লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৪৩) এ (কুরআন) তো সারা জাহানের প্রতিপালকের

ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ

'আ-লামীন। ৪৪। ওয়ালাও তাক্বাওঁয়ালা 'আলাইনা- বা'দ্বাল আক্বা-ওয়ীল। ৪৫। লাআখায্‌না- মিন্‌হু বিল্‌ইয়ামীন।
পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) আর সে যদি আমার সম্পর্কে কোন কথা বানিয়ে, বলতেন (৪৫) তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম।

﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُۥ

৪৬। ছুম্মা লাক্বাত্বা'না- মিন্‌হুল ওয়াতীন। ৪৭। ফামা- মিন্‌কুম মিন্ আহ্বাদিন 'আন্‌হু হ্বা-জ্বিযীন। ৪৮। ওয়া ইন্নাহূ
(৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার হৃৎপিণ্ডের ধমনী। (৪৭) অতঃপর এমন কেউই নেই তোমাদের মধ্যে যে, এ শাস্তি প্রদানে বাধা দিতে পারে। (৪৮) নিশ্চয়ই এ কুরআন

لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ

লাতায্‌কিরাতুল লিল্‌মুত্তাক্বীন। ৪৯। ওয়া ইন্না- লানা'লামু আন্না মিন্‌কুম মুকায্‌যিবীন। ৫০। ওয়া ইন্নাহূ লাহ্বাস্‌রাতুন
পরহেজগারদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৪৯) আর আমি নিশ্চিত জানি যে, তোমাদের মাঝে কতিপয় আছে (এর) অস্বীকারকারী। (৫০) এ (অবিশ্বাস করা)-টা,

রুকূ ২

عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

'আলাল কা-ফিরীন। ৫১। ওয়া ইন্নাহূ লাহ্বাক্কুল ইয়াক্বীন। ৫২। ফাসাব্বিহ্ব বিস্‌মি রাব্বিকাল্ 'আজীম।
কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবেই। (৫১) এটা অতি ধ্রুব সত্য। (৫২) অতএব আপনি মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ বর্ণনা করুন।

সূরা মা'আ-রিজ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৪
রুকূ ঃ ২

١ سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝٢ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٣ مِّنَ اللّٰهِ
১। সাআলা সা—ইলুম্ বি'আযা-বিওঁ ওয়া-ক্বিইল্ ২। লিল্‌কা-ফিরীনা লাইসা লাহূ দা-ফিউম ৩। মিনাল্লা-হি
(১) এক নিবেদনকারী, সে শাস্তি সম্পর্কে নিবেদন করে, যা পতিত হবে। (২) কাফিরদের ওপর, তা প্রতিরোধ করার কেউই নেই। (৩) তা আসবে (আকাশের সূ-উচ্চ) স্তরগুলোর

ذِى الْمَعَارِجِ ۝٤ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ
যিল্ মা'আ-রিজ্ব। ৪। তা'রুজুল মালা—ইকাতু ওয়াররূহু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন কা-না মিক্বদা-রুহূ খাম্‌সীনা
মালিক আল্লাহর পক্ষ হতে। (৪) ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়, এমন এক দিনে, যার পরিমাণ (সমান) এটা পঞ্চাশ

اَلْفَ سَنَةٍ ۝٥ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝٦ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝٧ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝٨ يَوْمَ
আল্‌ফা সানাহ্। ৫। ফাস্ববির স্বাব্‌রান্ জ্বামীলা-। ৬। ইন্নাহুম ইয়ারাওনাহূ বা'ঈদা-। ৭। ওয়া নারা-হু ক্বারীবা-। ৮। ইয়াওমা
হাজার বছর। (৫) সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, উত্তম ধৈর্য। (৬) তারা সে দিবসটিকে অনেক দূর ধারণা করছে। (৭) কিন্তু আমি তা খুবই নিকটে দেখছি। (৮) সে দিন

تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝٩ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝١٠ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝
তাকূনুস্ সামা—উ কাল্‌মুহ্‌লি, ৯। ওয়া তাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ইহ্‌নি। ১০। ওয়ালা- ইয়াস্‌আলু হ্বামীমুন হ্বামীমা-
আকাশ হবে গলিত তামার মত, (৯) এবং পাহাড়গুলো হবে, রঙ্গীন পশমের মত। (১০) এবং সেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।

١١ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ۝١٢ وَصَاحِبَتِهٖ
১১। ইউবাস্বস্বারূনাহুম ; ইয়াওয়াদ্দুল মুজ্বরিমু লাও ইয়াফ্‌তাদী মিন 'আযা-বি ইয়াওমিইযিম বিবানীহ্। ১২। ওয়া স্বা-হ্বিবাতিহী
(১১) অথচ তারা একজন অন্যজনকে দেখতে পাবে। পাপিষ্ঠরা সেদিন মুক্তির জন্য শাস্তির বিনিময় দিতে চাইবে, তার সন্তান-সন্ততিকে। (১২) তার

وَاَخِيْهِ ﴿١٣﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٤﴾ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

ওয়া আখীহি। ১৩। ওয়া ফাস্বীলাতিহিল্লাতী তু'ওয়ীহ্। ১৪। ওয়া মান্ ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইউন্জ্বীহ।

স্ত্রী ও ভাইদেরকে, (১৩) তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। (১৪) এবং পৃথিবীর সব কিছু, যাতে তাকে (শাস্তি হতে) রক্ষা করা হয়।

كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ

১৫। কাল্লা-; ইন্নাহা- লাজা-। ১৬। নায্যা-'আতাল্ লিশ্শাওয়া-। ১৭। তাদ্'উ মান আদ্বারা ওয়া তাওয়াল্লা-। ১৮। ওয়া জ্বামা'আ

(১৫) না কখনই নয়, নিশ্চয়ই সেটা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি। (১৬) যা মুখ এবং মাথার চামড়া খসিয়ে ফেলবে। (১৭) জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (দ্বীনের প্রতি) পৃষ্ঠ পদর্শন করেছিল এবং (দ্বীন থেকে) বিমুখ হয়েছিল। (১৮) সম্পদ সঞ্চিত করে তা সংরক্ষিত

فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ

ফাআও'আ-। ১৯। ইন্নাল ইন্সা-না খুলিক্বা হাল্'আ-। ২০। ইযা- মাস্সাহুশ্ শাররু জ্বায়ূ'আ-। ২১। ওয়া ইযা- মাস্সাহুল্

করেছিল। (১৯) নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, অস্থিরমনা রূপে। (২০) যখন তাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে হয় অস্থির। (২১) আর যখন কোন

الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَاۗىِٕمُوْنَ ۝

খাইরু মানূ'আ-। ২২। ইল্লাল্ মুস্বাল্লীনাল্ ২৩। লাযীনা হুম 'আলা- স্বালা-তিহিম দা—ইমূন।

কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে (দান সদকা ও ইবাদত করা থেকে) নিবৃত্ত থাকে। (২২) কিন্তু সে নামাজী ব্যতীত, (২৩) যারা সর্বদা নামাজে মশগুল থাকে।

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِيْنَ

২৪। ওয়াল্লাযীনা ফী~আমওয়া-লিহিম হ্বাক্কুম মা'লূম। ২৫। লিস্সা—ইলি ওয়াল্ মাহ্রূম। ২৬। ওয়াল্লাযীনা

(২৪) আর যাদের সম্পদে অংশ নির্ধারিত আছে, (২৫) ভিখারীদের জন্য এবং অসহায়দের জন্য। (২৬) আর যারা

يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝

ইউছাদ্দিক্বূনা বিইয়াওমিদ্ দীন। ২৭। ওয়াল্লাযীনা হুম্ মিন্ 'আযা-বি রাব্বিহিম্ মুশ্ফিক্বূন।

বিচারের দিন (কিয়ামত) কে সত্য বলে জানে। (২৭) আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত শঙ্কিত।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

২৮। ইন্না 'আযা-বা রাব্বিহিম গাইরু মা'মূন। ২৯। ওয়াল্লাযীনাহুম লিফুরূজ্বিহিম হ্বা-ফিজূন।

(২৮) (কারণ) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে শঙ্কামুক্ত থেকে যায় না। (২৯) এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।

✪ টীকা (আঃ ১৪) ঃ অর্থাৎ, সেদিন আত্মচিন্তা এত অধিক হবে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং পৃথিবীতে যাদেরকে প্রাণাধিক ভালোবাসিত, সাধ্য থাকলে তাদেরকে নিজের পরিবর্তে সঁপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৮) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করেছে। মোটকথা, এসমস্ত কার্য জাহান্নামের যোগ্য হওয়ার কারণ, আর এসমস্ত কাজ কাফেরদের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং আযাব হতে তাদের পরিত্রাণ পাওয়া কল্পনাও করা যায় না। (ব কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৯) ঃ এখানে শুধু কাফেরই উদ্দেশ্য। দুর্বলমতি সৃষ্ট হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সৃষ্টিকাল হতেই দুর্বল মতি সৃষ্ট হয়েছে। বরং সে তার কর্মদোষে নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হলে দুর্বলমতি হয়ে পড়ে। (বঃ কোঃ)

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ

৩০। ইল্লা- 'আলা~আ আয্ওয়া-জ্বিহিম আও মা-মালাকাত আইমা-নুহুম ফাইন্নাহুম গাইরু মালূমীন। ৩১। ফামানিব্

(৩০) তবে তাদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকাধীন দাসীদের কথা ভিন্ন। এতে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৩১) তবে যে

ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

তাগা- ওয়ারা—আ যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল 'আ-দূন। ৩২। ওয়াল্লাযীনা হুম লিআমা-না-তিহিম ওয়া 'আহ্দিহিম

এদের ছাড়া অন্যকে আশা করে, তারা হল সীমালংঘনকারী। (৩২) আর যারা তাদের আমানত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায়

رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

রা-'ঊন। ৩৩। ওয়াল্লাযীনা হুম বিশাহা-দা-তিহিম ক্বা—ইমূন। ৩৪। ওয়াল্লাযীনা হুম 'আলা- স্বালা-তিহিম

বিশ্বস্ত হয়। (৩৩) আর যারা তাদের নিজ সাক্ষ্যতে দৃঢ়। (৩৪) আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ হেফাজত করে (অর্থাৎ যথাযথভাবে

يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ

ইউহা-ফিজূন। ৩৫। উলা—ইকা ফী জ্বান্না-তিম্ মুকরামূন। ৩৬। ফামা-লিল্ লাযীনা কাফারূ ক্বিবালাকা

আদায় করে)। (৩৫) তারাই জান্নাতে অতি সম্মানের সাথে বাস করবে। (৩৬) কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা আপনার দিকে

مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

মুহ্ত্বিঈন। ৩৭। 'আনিল্ ইয়ামীনি ওয়া 'আনিশ্ শিমা-লি 'ইযীন। ৩৮। আইয়াত্বমা'উ কুল্লুম রিইম্ মিন্হুম

দ্রুতবেগে আসতেছে। (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলবদ্ধভাবে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকে কি এ কামনা করে যে, তাদেরকে

أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ

আইঁ ইউদ্খালা জ্বান্নাতা না'ঈম। ৩৯। কাল্লা-; ইন্না- খালাক্বনা-হুম্ মিম্মা-ইয়া'লামূন। ৪০। ফালা~উক্বসিমু

প্রবেশ করানো হবে সুখময় জান্নাতে? (৩৯) না কখনোইনা, আমি তাদেরকে যে (জিনিস) দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি, পূর্ব

بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ

বিরাব্বিল্ মাশা-রিক্বি ওয়াল্ মাগা-রিবি ইন্না- লাক্বা-দিরূন। ৪১। 'আলা~আন্ নুবাদ্দিলা খাইরাম্ মিন্হুম

প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের অবশ্যই আমি সক্ষম, (৪১) তাদের পরিবর্তে তাদের চেয়ে অতি উত্তম মানুষ আনয়ন করতে

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

ওয়ামা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন। ৪২। ফাযারহুম ইয়াখূদূ ওয়া ইয়াল'আবূ হাত্তা- ইউলা-ক্বূ ইয়াওমাহুমুল লাযী

এবং আমি তাতে অপারগ নই। (৪২) সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দিন বাজে কথা ও খেলতামাশার মধ্যে থাকতে, সেদিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, যে দিনের প্রতিশ্রুতি

يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

ইউ'আদূন। ৪৩। ইয়াওমা ইয়াখ্রুজূনা মিনাল্ আজ্দা-ছি সিরা-'আন্ কাআন্নাহুম ইলা- নুস্বুবিইঁ ইউফিদূন।

তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৪৩) সেদিন তারা কবর হতে দৌড়ে ওঠে আসবে, মনে হবে যেন, তারা কোন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলছে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। খা-শি'আতান্ আব্স্বা-রুহুম তার্হাক্বুহুম যিল্লাতুন ; যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্লাযী কা-নূ ইউ'আদূন।

(৪৪) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। এটাই সে দিন, যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

সূরা নূহ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত : ২৮ রুকূ : ২

① إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ○

১। ইন্না~আরসালনা- নূহান ইলা- ক্বাওমিহী~আন আনযির ক্বাওমাকা মিন ক্বাবলি আই ইয়া'তিয়াহুম 'আযা-বুন আলীম।

(১) নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এ নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সাবধান কর তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি আসার পূর্বে।

② قال يقوم إني لكم نذير مبين ③ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ○

২। ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি ইন্নী লাকুম নাযীরুম্‌ মুবীন। ৩। আনি'বুদুল্লা-হা ওয়াত্তাকুহু ওয়া আত্বী'উন।

(২) সে (নূহ) বললেন, হে আমার জাতি! আমিতো তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী যে, (৩) তোমরা (এক) আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর ও তাঁকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।

④ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ط إن أجل الله إذا جاء

৪। ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম মিন যুনূবিকুম ওয়া ইউআখ্‌খিরকুম ইলা~আজালিম্‌ মুসাম্মান ; ইন্না আজালাল্লা-হি ইযা- জা—আ

(৪) তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, এবং তিনি তোমাদেরকে সুযোগ দিবেন একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন এসে উপস্থিত হয়,

لا يؤخر لو كنتم تعلمون ⑤ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ○

লা-ইউআখ্‌খারু। লাও কুন্‌তুম তা'লামূন। ৫। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী দা'আওতু ক্বাওমী লাইলাওঁ ওয়া নাহা-রা-।

তখন তা বিলম্ব করা হয় না, যদি তোমরা তা জানতে। (৫) সে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন, রাত আহ্বান করেছি।

⑥ فلم يزدهم دعاءي إلا فرارا ⑦ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم

৬। ফালাম ইয়াযিদ্‌হুম দু'আ—ঈ~ইল্লা- ফিরা-রা-। ৭। ওয়া ইন্নী কুল্লামা- দ্বা'আওতুহুম লিতাগ্‌ফিরালাহুম

(৬) কিন্তু আমার আহ্বানে তারা আরও বেশি পলায়ন করেছে। (৭) আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করি, আপনার ক্ষমার জন্য, (তখন)

جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا

জ্বা'আলূ~আস্বা-বি'আহুম ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াস্‌তাগ্‌শাও ছিয়া-বাহুম ওয়া আসার্‌রূ ওয়াস্‌তাক্‌বারুস্‌

তারা তাদের কর্ণে অংগুলি দেয় এবং তাদের কাপড় দ্বারা নিজদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং (কুফরীতে আরও) ঝুঁকে যায় এবং খুব

○ টীকা (আঃ ১) ঃ অর্থাৎ, তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে তোমাদের প্রতি ভীষণ আযাব আসবে। যেমন ইহজগতে প্লাবন, পরলোকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪) ঃ ফলকথা, ঈমান আন আর না আন মৃত্যু অনিবার্য, তবে পার্থক্য এই যে, ঈমান না আনলে পারলৌকিক আযাব ছাড়াও ইহলৌকিক আযাবেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আর ঈমান আনলে কোন অবস্থাতেই আযাব হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, কাপড় জড়ায়ে নিল। যেন তাঁর কথা আমাদের অন্তরে বসে না যায়। কেননা, তারা তাঁর কথা শুনতে অনিচ্ছুক। (মুঃ কোঃ)

ওয়াক্ফে গোফরান

اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

তিক্বা-রা- । ৮ । ছুম্মা ইন্নী~দা'আওতুহুম জ্বিহা-রা- । ৯ । ছুম্মা ইন্নী~আ'লান্‌তু লাহুম ওয়া আস্‌রারতু

অহংকার করে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। (৯) পরে আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে বলেছি এবং গোপনেও

لَهُمْ إِسْرَارًا ۝١٠ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١١ يُرْسِلِ السَّمَاءَ

লাহুম ইস্‌রা-রা- । ১০ । ফাকুল্‌তুস্‌ তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম ; ইন্নাহূ কা-না গাফ্‌ফা-রা- । ১১ । ইউর্‌সিলিস্‌ সামা—আ

বুঝিয়েছি। (১০) আমি বলেছি, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের ওপর আকাশ

عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١٢ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ

'আলাইকুম মিদ্‌রা-রা- ১২ । ওয়া ইউম্‌দিদ্‌কুম বিআম্‌ওয়া-লিওঁ ওয়া বানীনা ওয়া ইয়াজ্‌'আল্‌ লাকুম জান্না-তিওঁ

থেকে পর্যাপ্ত প্রেরণ করবেন। (১২) আর তিনি তোমাদেরকে শক্তি বৃদ্ধি করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্য করে দিবেন জান্নাত এবং

وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٤ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

ওয়া ইয়াজ্‌'আল্‌ লাকুম আন্‌হা-রা- । ১৩ । মা-লাকুম লা- তারজুনা লিল্লা-হি ওয়া ক্বা-রা- । ১৪ । ওয়া ক্বাদ্‌ খালাক্বাকুম আত্বওয়া-রা- ।

প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নহরসমূহ। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর মর্যাদা বিশ্বাস করছ না? (১৪) অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।

۝١٥ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝١٦ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

১৫ । আলাম তারাও কাইফা খালাক্বাল্লা-হু সাব্‌'আ সামা-ওয়া-তিন ত্বিবা-ক্বা- । ১৬ । ওয়া জ্বা'আলাল্‌ ক্বামারা ফীহিন্না

(১৫) তোমরা কি চিন্তা করনা যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ ধাপে ধাপে। (১৬) এবং সেথায় চন্দ্রকে করেছেন আলোক

نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٧ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝١٨ ثُمَّ

নূরাওঁ ওয়া জ্বা'আলাশ্‌ শাম্‌সা সিরা-জ্বা- । ১৭ । ওয়াল্লা-হু আম্‌বাতাকুম্‌ মিনাল্‌ আর্‌দ্বি নাবা-তা- । ১৮ । ছুম্মা

রূপে, এবং সূর্যকে করেছেন চেরাগ রূপে? (১৭) তিনি তোমাদেরকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। (১৮) অতঃপর তিনি তোমাদেরকে

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝١٩ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

ইউ'ঈদুকুম ফীহা- ওয়া ইউখ্‌রিজুকুম ইখ্‌রা-জ্বা- । ১৯ । ওয়াল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুমুল আরদ্বা বিসা-ত্বা-

তার মধ্যেই প্রত্যাগমন ও পরে আবার (সেখান থেকে) বের করে আনবেন। (১৯) আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন (বিছানার ন্যায়) বিস্তৃত।

۝٢٠ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢١ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا ১ ع ২০ ৯ রুকূ

২০ । লিতাসলুকূ মিন্‌হা- সুবুলান ফিজ্বা-জ্বা- । ২১ । ক্বা-লা নূহুর্‌ রাব্বি ইন্নাহুম 'আস্বাওনী ওয়াত্তাবা'উ

(২০) যাতে তোমরা বিস্তৃত পথে চলাফেরা করতে পার। (২১) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার কথা শোনেইনি এবং

✪ টীকা (আঃ ৯) ঃ মোটকথা, যত প্রকারের উপদেশে তাদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সকল প্রকারেই আমি তাদেরকে বুঝায়েছি। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৩) ঃ সমস্ত নেয়ামত উল্লেখ করার স্বার্থকতা সম্ভবতঃ এ, অধিকাংশ মানুষ নগদ লাভের প্রত্যাশী। অতএব, এর উল্লেখ তাদেরকে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করবে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ خلقكم اطوارا - (পর্যায়ক্রমে) মানব সৃষ্টির প্রথমে বীর্য, পরে রক্ত পিণ্ড, পরে মাংস পিণ্ড, পরে অস্থি, পরে গোস্ত, পরে পূর্ণ আকৃতি গঠন। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ১৫) ঃ অর্থাৎ, প্রথমতঃ খাদ্য হতে রক্ত, তা হতে শুক্র, তা হতে জমাট রক্ত এবং তা হতে মাংস, এরূপে স্তরে স্তরে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (বঃ কো) ✪ টীকা (আঃ ২১) ঃ কেননা, যমীনে চলা-ফেরা নির্ভর করে তার স্থিরতার উপর, অন্যথায় তাতে ধসে অথবা ডুবে যেত সমস্ত উক্তি, যা ফরিয়াদস্বরূপ আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেছিলেন। (বঃ কোঃ)

مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٢﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا

মাল্লাম ইয়াযিদ্হু মা-লুহূ ওয়া ওয়ালাদুহূ~ইল্লা- খাসা-রা-। ২২। ওয়া মাকারূ মাক্রান্ কুব্বা-রা-। ২৩। ওয়া ক্বা-লূ

এমন লোকের তারা অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করেনি। (২২) তারা বিরাট চক্রান্ত করেছিল, (২৩) এবং বলেছিল,

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

লা-তাযারুন্না আ-লিহাতাকুম ওয়ালা- তাযারুন্না ওয়াদ্দাওঁ ওয়ালা- সুওয়া-'আওঁ ওয়ালা- ইয়াগূছা ওয়া ইয়া'উক্ব

তোমরা কখনও ত্যাগ করনা তোমাদের মাবুদ (প্রতিমা)-কে, আর বর্জন করনা ওয়াদ এবং সুওয়াকে এবং বর্জন করনা ইয়াগুস, ইয়াউক এবং

وَنَسْرًا ﴿٢٤﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٥﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ

ওয়া নাস্‌রা-। ২৪। ওয়া ক্বাদ্ আদ্বাল্লূ কাছীরা-, ওয়ালা-তাযিদিজ্ জা-লিমীনা ইল্লা- দ্বালা-লা-। ২৫। মিম্মা- খাত্বীআ—তিহিম

নাসরকে। (২৪) তারা অনেক লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (হে আল্লাহ!) আপনি পাপিষ্ঠদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের পাপের জন্য তাদেরকে (পানিতে)

أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٦﴾ وَقَالَ نُوحٌ

উগ্‌রিক্বূ ফাউদ্‌খিলূ না-রান ফালাম ইয়াজ্বিদূ লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি আন্‌স্বা-রা-। ২৬। ওয়া ক্বা-লা নূহুর্

ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর প্রবেশ করানো হয়েছে অগ্নিতে। অতঃপর তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ বলেছিলেন, হে আমার

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا

রাব্বি লা-তাযার্ 'আলাল্ আর্‌দ্বি মিনাল কা-ফিরীনা দাইয়্যা-রা-। ২৭। ইন্নাকা ইন্ তাযার্‌হুম ইউদ্বিল্লূ

প্রতিপালক! তুমি ভূ-পৃষ্ঠে কাফিরদের কোন ঘর, বাকি রাখবেন না (সব শেষ করে দিন)। (২৭) যদি আপনি তাদের (কাউ)-কে বাকি রাখুন, তবে তারা আপনার

◐ অর্ধাংশ ২ (১৫) ১০ রুকু

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ

'ইবা-দাকা ওয়ালা- ইয়ালিদূ~ইল্লা- ফা-জ্বিরান্ কাফ্‌ফা-রা-। ২৮। রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিমান দাখালা

বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং পাপী ও কাফির ছাড়া অন্য কিছু জন্ম দিবে না। (২৮) হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন, আমাকে। আমার মাতা-পিতাকে

◐ع بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ○

বাইতিয়া মু'মিনাওঁ ওয়া লিল্‌মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ; ওয়ালা-তাযিদিজ্ জা-লিমীনা ইল্লা- তাবা-রা-।

এবং যারা মুমিন অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং ক্ষমা কর সব মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে। আর পাপিষ্ঠদের শুধু ধ্বংস বৃদ্ধি কর।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ ودا - (ওয়াদ্দা) একটি প্রতিমার নাম। যেটি ওরা পুরুষের আকৃতিতে বানিয়েছিল।

* سواعا - সুওয়া– এ প্রতিমাটি বানিয়েছিল মহিলাদের আকৃতিতে। * يغوث - ইয়াগুস– এ প্রতিমাটি বানিয়েছিল, বাঘের আকৃতিতে।

* يعوق - ইয়াউক– এ প্রতিমাটি ছিল ঘোড়ার আকৃতিতে। * نسرا - নাসর– এ প্রতিমাটি ছিল চিল পাখির আকৃতিতে।

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল– এ পাঁচজন ছিলেন নেককার বান্দা। তারা ছিলেন, হযরত আদম (আ) এবং হযরত নূহ (আ)-এর যুগের মাঝামাঝি সময়। লোকেরা তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাদের ইন্তেকালের পরে শয়তান তাদের প্রতিকৃতি কাঠ ও পাথর দ্বারা তৈরি করে তার অনুসারীদেরকে নিজ ঘরে লটকিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। লোকেরা সে প্রতিকৃতিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। নিজ নিজ ঘরে লটকিয়ে রাখে। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যখন সে অনুসারীরা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এ বলে শিরকের দিকে উদ্বুদ্ধ করল যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ তাদের ইবাদাত করত। তাদের প্রতিকৃতি তোমাদের ঘরে ঘরে আছে। সুতরাং তারা তাদের পূজা করতে শুরু করে। (তাঃ কাদেরী, কুঃ কারীম)

সূরা জ্বিন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١

১। কুল্ উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুস্ তামা'আ নাফারুম্ মিনাল জ্বিন্নি ফাক্বা-লূ~ইন্না- সামি'না- কুরআ-নান 'আজ্বাবা- ।
(১) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে, জ্বীনের একটি দল আন্তরিকতার সাথে কুরআন শুনেছিল এবং বলেছিল আমরা আশ্চর্য ধরনের কুরআন শুনেছি।

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ

২। ইয়াহ্‌দী~ইলার রুশ্‌দি ফাআ-মান্না-বিহী ; ওয়া লান্ নুশ্‌রিকা বিরাব্বিনা~আহাদা- । ৩। ওয়া আন্নাহূ তা'আ-লা- জ্বাদ্দু
(২) যা সঠিক পথের প্রদর্শক। আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনও অন্য কাউকে আমাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক নির্ধারণ করব না। (৩) নিশ্চয়ই আমাদের

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤

রাব্বিনা- মাত্তাখাযা ছা-হিবাতাওঁ ওয়ালা- ওয়ালাদা- । ৪। ওয়া আন্নাহূ কা-না ইয়াকূলু সাফীহুনা- 'আলাল্লা-হি শাত্বাত্বা- ।
প্রতিপালকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং গ্রহণ করেননি কোন সন্তান। (৪) আমাদের মধ্যের মূর্খরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অযৌক্তিক কথা বলে।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ

৫। ওয়া আন্না- জানান্না~আল লান্ তাকূলাল ইন্‌সু ওয়াল্ জ্বিন্নু 'আলাল্লা-হি কাযিবা- । ৬। ওয়া আন্নাহূ কা-না রিজ্বা-লুম্
(৫) আমরাতো এটাই ধারণা করতাম যে, মানুষ এবং জ্বীন আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। (৬) আর কতিপয় মানুষ, আশ্রয়

مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا

মিনাল্ ইন্‌সি ইয়া'উযূনা বিরিজ্বা-লিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ফাযা-দূহুম রাহাক্বা- । ৭। ওয়া আন্নাহুম জান্নূ কামা-
কামনা করত, কতক জ্বীনের। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়ে দিল। (৭) জ্বীনেরা পরস্পরে বলেছিল তোমাদের মত মানুষের মধ্যে যারা কাফির

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ এ সূরা সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের বহু হাদীস আছে। তাদের সারমর্ম এই- হযরত (সঃ) কয়েক বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফস্থ কোরাইশগণকে হেদায়েত করার পরও যখন তারা সামান্য কয়েকজন ব্যতীত হেদায়েত হল না, তখন তিনি ভাবলেন এদের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা না করে অন্যত্র যাওয়াই শ্রেয়। তৎপর তিনি তায়েফ গমন করেন এবং তথাকার সর্দারগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তিনি ওকাজ যাত্রা করেন। পথে নখলা নামক স্থানে যখন ফজরের নামাজ পড়তেছিলেন, তখন নসিবিন শহরস্থ ৯ জন জ্বিন তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণ করতঃ যে মন্তব্য করে, এ সূরার ১৫ আয়াত পর্যন্ত তারই বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত জ্বিনগণ তখন এ সূরার ৮ ও ৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার কারণে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল।

অধিকাংশ দার্শনিকের মতে, জ্বিন বলতে কিছুই নেই। কিন্তু কিতাবী অ-কিতাবী ধর্মবিশ্বাসী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তবে কেউ বলেন, এরা অশরীরী আর কেউ বলেন সূক্ষ্ম-শরীরী। এত সূক্ষ্ম যে, কোনরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। শেষোক্তদের মতে জন্মগত নেককার জ্বিন ফেরেশতা, জন্মগত বদকার জ্বিন শয়তান এবং যেসব জ্বিন জন্মগতভাবে নেককারও নয়, বদকারও নয় তারা সাধারণ জ্বিন নামে পরিচিত। জ্বিনগণ ফেরেশতার মত ইচ্ছামত রূপধারণ করতে পারে; অদৃশ্য অবস্থায় থেকেও দেখতে পায়, শুনতে পায়, শূন্যে ভ্রমণ ও অবস্থান করতে পারে; আসমানে যেয়ে ফেরেশতাদের কথা শুনতে পেত। পক্ষান্তরে সাধারণ শরীরী জীবের মত এদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, জন-মৃত্যু, রোগ-শোক ও প্রজনন প্রভৃতিও হয়ে থাকে। মানুষের মত জ্বিনও নানা স্বভাবের আছে, ইহাদেরও কেয়ামতে বিচার হবে। অনেক মানবের জ্ঞানই জ্বিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের অমানুষিক কার্যাবলি দেখে তাদেরকে খোদা বলে মনে করত। জ্বিনগণও স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত- কখনও বা প্রতিমার ভিতর হতে, কখনও বা বৃক্ষাদির ভিতর হতে কথা বলত; আবার কখনও বা ভবিষ্যতের বা দূরের জ্যোতিষগণকে জানিয়ে দিত ...। নবী কারীম (স)-এর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হতে জ্বিনদের অনেক ক্ষমতা লোপ করা হয়; বিশেষতঃ তাদের উপর আসমানী খবর সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করা হয়। (হাক্কানী)

ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ

জানান্তুম আল্ লাই ইয়াব্'আছাল্লা-হু আহ্বাদা- । ৮ । ওয়া আন্না- লামাস্নাস্ সামা —আ ফাওয়াজ্বাদ্না-হা- মুলিআত্

তারাও ধারণা করে যে, আল্লাহ্ কাউকে মৃত্যুর পরে পুনরায় ওঠাবেন না। (৮) এবং আমরা আকাশে অভিযান করেছি, কিন্তু আকাশ পরিপূর্ণ দেখলাম কঠোর

حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ

হ্বারাসান্ শাদীদাওঁ ওয়া শুহুবা- । ৯ । ওয়া আন্না- কুন্না- নাক্'উদু মিন্হা- মাক্বা-'ইদা লিস্সাম'ই ; ফামাই ইয়াস্তামি'ইল্

প্রহরী এবং জ্বলন্ত শিখায়। (৯) আর এর পূর্বে আমরা কথা শোনার জন্য আকাশের কোন জায়গায় বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ কথা শুনতে চাইলে,

الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ

আ-না ইয়াজ্বিদ্ লাহূ শিহা-বার্ রাছাদা- । ১০ । ওয়া আন্না- লা- নাদরী~আশার্রুন উরীদা বিমান ফিল আর্দ্বি

সে তার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত শিখার সম্মুখীন হয়। (১০) আমরা জানি না, পৃথিবীর মানুষের প্রতি অকল্যাণকর (শাস্তিমূলক) কিছু করার ইচ্ছা অথবা তাদের

أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا

আম্ আরা-দা বিহিম রাব্বুহুম রাশাদা- । ১১ । ওয়া আন্না- মিন্নাস্ব স্বা-লিহূনা ওয়া মিন্না- দূনা যা-লিকা ; কুন্না-

প্রতিপালক তাদের কল্যাণকর কিছু করার ইচ্ছা আছে। (১১) এবং আমাদের মধ্যে কতিপয়তো পুণ্যবান এবং কতিপয় তার বিপরীত। আমরা বিভিন্ন

طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا

ত্বারা—ইক্বা ক্বিদাদা- । ১২ । ওয়া আন্না- জানান্না~আল্ লান্ নু'জ্বিযাল্লা-হা ফিল্ আর্দ্বি ওয়া লান্ নু'জ্বিযাহূ হারাবা- ।

মতের অনুসারী। (১২) এখন আমাদের ধারণা হয়েছে যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অক্ষম করতে পারব না।

﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا

১৩ । ওয়া আন্না- লাম্মা- সামি'নাল্ হুদা~আ-মান্না- বিহী ; ফামাই ইউ'মিম্ বিরাব্বিহী ফালা- ইয়াখা-ফু বাখ্সাওঁ

(১৩) যখন আমরা শুনলাম হেদায়াতের বাণী, তখনই আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার ক্ষতি, অত্যাচারের

﴿١٣﴾ وَلَا رَهَقًا ﴿١٤﴾ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ

ওয়ালা- রাহাক্বা- । ১৪ । ওয়া আন্না- মিন্নাল্ মুস্লিমূনা ওয়া মিন্নাল ক্বা-সিত্বূনা ; ফামান্ আস্লামা ফাউলা—ইকা

কোনই ভয় নেই। (১৪) আমাদের মধ্যে কতিপয় মুসলমান এবং কতিপয় নাফরমান। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা (নিজের জন্য) সঠিক

تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٦﴾ وَأَن لَّوِ

তাহ্বার্রাও রাশাদা- । ১৫ । ওয়া আম্মাল্ ক্বা-সিত্বূনা ফাকা-নূ লিজ্বাহান্নামা হাত্বাবা- । ১৬ । ওয়া আল্ লাওয়িস্

পথ নির্ণয় করেছে। (১৫) আর যে নাফরমান, সেতো জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ)। (১৬) (হে নবী! মক্কাবাসীকে বলুন) তারা যদি

اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٧﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن

তাক্বা-মূ 'আলাত্ব ত্বারীক্বাতি লাআস্ক্বাইনা-হুম মা—আন গাদাক্বা- ১৭ । লিনাফ্তিনাহুম ফীহি ; ওয়া মাই

সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকতো, তবে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতাম, (সমৃদ্ধশালী করতাম) (১৭) তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। যে

يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٨﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ

ইউ'রিদ্ব 'আন্ যিক্‌রি রাব্বিহী ইয়াস্‌লুক্‌হু 'আযা-বান্ স্বা'আদা-। ১৮। ওয়া আন্নাল্ মাসা-জ্বিদা লিল্লা-হি

তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে গাফিল থাকে, তিনি (আল্লাহ) তাকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করবেন। (১৮) আর মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্যই

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٩﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا

ফালা- তাদ'উ মা'আল্লা-হি আহ্বাদা-। ১৯। ওয়া আন্নাহূ লাম্মা- ক্বা-মা 'আব্‌দুল্লা-হি ইয়াদ্'উহু কা-দূ

সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকনা। (১৯) যখন আল্লাহর বান্দাহ তাঁকে ডাকার জন্য (নামাজে) দাঁড়িয়ে গেল, তখন দলে দলে

يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝

ইয়াকূনূনা 'আলাইহি লিবাদা-। ২০। কুল্ ইন্নামা~'আদ্‌উ রাব্বী ওয়ালা~উশ্‌রিকু বিহী~আহ্বাদা-।

তার চারপাশে এসে জড় হল। (২০) বলুন, আমি কেবলমাত্র আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক নির্ধারণ করি না।

ع ১৯ ১১ রুকূ

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ

২১। কুল্ ইন্নী লা~আম্‌লিকু লাকুম দ্বার্‌রাওঁ ওয়ালা- রাশাদা-। ২২। কুল্ ইন্নী লাই ইউজীরানী মিনাল

(২১) আমি তোমাদের ক্ষতির ও সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষমতা রাখি না। (২২) আপনি বলুন, (যদি আমিও নাফরমানি করি, তবে) আমাকে কেউই আল্লাহর

اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ

লা-হি আহাদুওঁ ওয়া লান্ আজ্বিদা মিন্ দূনিহী মুল্‌তাহাদা-। ২৩। ইল্লা- বালা-গাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রিসা-লা-তিহী;

শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি আর কোন আশ্রয়স্থল পাবনা। (২৩) শুধু আল্লাহর কথা এবং তার পয়গাম পৌছানোই আমার দায়িত্ব।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٤﴾ حَتّٰٓى

ওয়া মাই ইয়া'স্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাইন্না লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-। ২৪। হাত্তা~

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে তারা চিরদিন পড়ে থাকবে। (২৪) যখন

اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝

ইযা- রাআও মা- ইউ'আদূনা ফাসাইয়া'লামূনা মান্ আদ্ব'আফু না-স্বিরাওঁ ওয়া আক্বাল্‌লু 'আদাদা-।

তারা শাস্তি দেখবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বুঝবে, কে সাহায্যকারী হিসাবে দুর্বল আর কে সংখ্যার দিক দিয়ে অল্প।

قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ۝

২৫। কুল্ ইন্ আদ্‌রী~আক্বারীবুম্ মা- তূ'আদূনা আম্ ইয়াজ্‌'আলু লাহূ রাব্বী~আমাদা-।

(২৫) বলুন, আমি অবগত নই যে, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি খুব কাছে, না আমার প্রতিপালক এর জন্য একটি দূরবর্তী মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন?

﴿٢٦﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٧﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ

২৬। 'আ-লিমুল গাইবি ফালা- ইউজ্‌হিরু 'আলা- গাইবিহী~আহ্বাদা-। ২৭। ইল্লা- মানির্ তাদ্বা- মির্

(২৬) তিনি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তার অদৃশ্যের ব্যাপারে কাউকে প্রকাশ করেন না. (২৭) তার পছন্দনীয়

رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٨﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ

রাসূলিন্ ফাইন্নাহূ ইয়াসলুকু মিম বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন্ খালফিহী রাশাদা-। ২৮। লিইয়া'লামা আন্

রাসূল ব্যতীত। কিন্তু সেখানেও তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত রাখেন। (২৮) যাতে তিনি (আল্লাহ) জানতে পারেন যে, তাদের

قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

ক্বাদ্ আব্‌লাগূ রিসা-লা-তি রাব্বিহিম ওয়া আহ্বা-ত্বা বিমা- লাদাইহিম ওয়াআহ্‌স্বা- কুল্লা শাইয়িন্ 'আদাদা-।

প্রতিপালকের পয়গাম, রাসূলগণ পৌছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের চার পাশের সবকিছু ঘিরে রাখেন এবং প্রতিটি বিষয়ের হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্যাম্মিল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ২

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ মুয্যাম্মিল্। ২। কুমিল্ লাইলা ইল্লা- ক্বালীলা-। ৩। নিস্বফাহূ~আওয়িন্‌কুস্ব মিন্‌হু ক্বালীলা-।
(১) হে বস্ত্রাবৃত (নবী!) (২) রাতের কিছু অংশ ব্যতীত বাকি রাত দাঁড়ান। (৩) (অর্থাৎ) অর্ধেক রাত অথবা তার চেয়ে কিছু কম,

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۙ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۙ﴿٥﴾

৪। আও যিদ্ 'আলাইহি ওয়া রাত্তিলিল্ কুর্‌আ-না তার্‌তীলা-। ৫। ইন্না- সানুল্‌ক্বী 'আলাইকা ক্বাওলান ছাক্বীলা-।
(৪) অথবা তার চেয়ে বেশি। আর ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করুন স্পষ্টভাবে। (৫) নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অতি শীঘ্রই গুরুতর কালাম অবতীর্ণ করব।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۙ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۙ﴿٧﴾

৬। ইন্না না-শিআতাল্ লাইলি হিয়া আশাদ্দু ওয়াত্বআঁ ওয়া আক্বওয়ামু ক্বীলা-। ৭। ইন্না লাকা ফিন্ নাহা-রি সাব্‌হান্ ত্বাওয়ীলা-।
(৬) নিশ্চয়ই রাত্র জাগরণ, কঠোর সাধনার এবং (কুরআন) পাঠের জন্য সঠিক সময়। (৭) নিশ্চয়ই দিনের বেলা আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে খুব ব্যস্ত থাকেন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

৮। ওয়াযকুরিস্‌মা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল্ ইলাইহি তাব্‌তীলা-। ৯। রাব্বুল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিবি
(৮) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নামের যিকির করুন এবং সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁরই দিকে মগ্ন হন। (৯) তিনিই পূর্ব পশ্চিমের মালিক,

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۙ﴿١٠﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাত্তাখিয্‌হু ওয়াকীলা। ১০। ওয়াস্বব্বির 'আলা- মা- ইয়াক্বূলূনা ওয়াহ্‌জুরহুম হাজ্বরান্
তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, অতএব ব্যবস্থাপক হিসেবে তাকেই গ্রহণ করুন। (১০) (দুশমনরা) যা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদের বর্জন করুন,

جَمِيْلًا ﴿١١﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١٢﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ

জ্বামীলা-। ১১। ওয়া যার্‌নী ওয়াল্ মুকাযযিবীনা উলিন্ না'মাতি ওয়া মাহ্‌হিল্ হুম ক্বালীলা-। ১২। ইন্না লাদাইনা~
শালীনতার সাথে। (১১) ছেড়ে দিন আমাকে এবং বিলাস জীবন যাপনকারী মিথ্যাবাদীদেরকে। আর তাদের অল্প সময়ের জন্য অবসর দিন। (১২) আমার নিকটে রয়েছে

اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ﴿١٣﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٤﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ

আন্‌কা-লাওঁ ওয়া জ্বাহীমা-। ১৩। ওয়া ত্বা'আ-মান্ যা-গুস্বস্বাতিওঁ ওয়া 'আযা-বান আলীমা-। ১৪। ইয়াওমা তার্‌জুফুল আর্‌দ্বু
(লোহার) শিকল এবং জ্বলন্ত অগ্নি। (১৩) আর আছে গলায় আটকিয়ে পড়া খাদ্য এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি। (১৪) সে দিন পৃথিবী

وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٥﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا

ওয়াল জ্বিবা-লু ওয়া কা-নাতিল জ্বিবা-লু কাছীবাম মাহীলা-। ১৫। ইন্না~আরসালনা~ইলাইকুম রাসূলান শা-হিদান
ও পাহাড়গুলো কাঁপতে থাকবে এবং পাহাড়গুলো হবে প্রবহমান বালুকার ন্যায়। (১৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল তোমাদের সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছি,

عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ

'আলাইকুম কামা~আর্‌সাল্‌না~ইলা- ফির্'আওনা রাসূলা-। ১৬। ফা'আছা- ফির্'আওনুর রাসূলা ফাআখায্‌না-হু
যেমন আমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ফেরআউনের কাছে। (১৬) কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলের বিরোধিতা করল। ফলে আমি তাকে কঠিনভাবে

اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٨﴾

আখ্যাওঁ ওয়া বীলা-। ১৭। ফাকাইফা তাত্তাক্বূনা ইন্ কাফার্তুম ইয়াওমাই ইয়াজ্'আলুল্ ওয়িল্দা-না শীবা-

পাকড়াও করেছিলাম। (১৭) সুতরাং তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কিভাবে রেহাই পাবে সেদিন, যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ করে দিবে,

السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٩﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ

১৮। নিস্সামা—উ মুন্ফাত্বিরুম্ বিহী ; কা-না ওয়া'দুহূ মাফ্'উলা-। ১৯। ইন্না হা-যিহী তাযকিরাতুন, ফামান্ শা—আত্তাখাযা

(১৮) যেদিন আকাশ ফেটে যাবে এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হবে। (১৯) নিশ্চয়ই এটা উপদেশ। যার ইচ্ছা, সে নিজ

اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ

ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-। ২০। ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাক্বুমু আদ্না- মিন ছুলুছাইল লাইলি ওয়া নিস্ফাহূ

প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক। (২০) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকতো জানেন যে, আপনি কখনও রাতের প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ কখনও অর্ধেক কখনও তিনভাগের

وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ

ওয়া ছুলুছাহূ ওয়া ত্বা—ইফাতুম্ মিনাল্ লাযীনা মা'আকা ; ওয়াল্লা-হু ইউক্বাদ্দিরুল্ লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ; 'আলিমা আল্লান্

একভাগ দাঁড়িয়ে ইবাদাতের জন্য জাগ্রত থাকেন এবং জাগত্র থাকে আপনার সাথীদের একটি দলও। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাত ও দিনের পরিমাপ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা

تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ

তুহ্সূহু ফাতা-বা 'আলাইকুম ফাক্বরাউ মা-তাইয়াস্সারা মিনাল্ কুরআ-নি ; 'আলিমা আন্ সাইয়াকূনু মিন্কুম

কখনও এর হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই যতটুকু কুরআন পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকুই পাঠ কর। তিনি জানেন যে,

مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ

মার্দ্বা- ওয়া আ-খারূনা ইয়াদ্বরিবূনা ফিল্ আর্দ্বি ইয়াব্তাগূনা মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া আ-খারূনা

তোমাদের মধ্যে কতিপয় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং কেউ কেউ আল্লাহর রহমতের (জীবিকার) অন্বেষণে অন্য দেশে ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا

ইউক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল লা-হি ফাক্বরাউ মা- তাইয়াস্সারা মিন্হু ওয়া আক্বীমুস্ স্বালা-তা ওয়া আ-তুয্

আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে, তাই কুরআন হতে যতটুকু সহজ (সম্ভব) তাই পাঠ কর। আর নামাজ কায়েম কর,

الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

যাকা-তা ওয়া আক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বার্দ্বান্ হাসানান্ ; ওয়ামা- তুক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম্ মিন্ খাইরিন্ তাজিদূহু

যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম কর্জ দাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য নেক কাজ যা আগে পাঠাবে, তা তোমরা

عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

'ইন্দাল্লা-হি হুওয়া খাইরাওঁ ওয়া আ'জামা আজ্বরান্ ; ওয়াস্তাগ্ফিরুল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম।

আল্লাহর নিকট পাবে। আর সেটাই উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে অনেক বড়। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান।

সূরা মুদ্দাছ্ছির
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৬
রুকূ ঃ ২

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

১। ইয়া~আইয়্যুহাল্ মুদ্দাছ্ছির। ২। ক্বুম ফাআন্‌যির। ৩। ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির, ৪। ওয়া ছিয়া-বাকা ফাত্বাহ্‌হির।
(১) হে বস্ত্রাবৃত (নবী!); (২) দাঁড়ান অতঃপর সতর্ক করুন, (৩) এবং প্রতিপালকের মহত্ত্ব বর্ণনা করুন। (৪) আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧ فَاِذَا نُقِرَ ۝٨

৫। ওয়ার্ রুজ্‌যা ফাহ্‌জুর। ৬। ওয়ালা-তাম্‌নুন্ তাছ্‌তাক্‌ছির। ৭। ওয়া লিরাব্বিকা ফাস্বির। ৮। ফাইযা- নুক্বিরা
(৫) অপবিত্র থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক পাওয়ার আশায় কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেননা। (৭) আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন, (৮) যেদিন

فِى النَّاقُوْرِ ۝٩ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝١٠ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

ফিন্ না-কূর। ৯। ফাযা-লিকা ইয়াওমাইযিই ইয়াওমুন্ 'আসীর। ১০। 'আলাল্ কা-ফিরীনা গাইরু ইয়াসীর।
শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, (৯) সে দিনটি হবে কঠিন দিন। (১০) যেটা কাফিরদের উপর সহজ হবে না।

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝١١ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝١٢ وَّبَنِيْنَ

১১। যারনী ওয়া মান্ খালাক্বতু ওয়াহীদা-। ১২। ওয়া জ্বা'আল্‌তু লাহূ মা-লাম্ মাম্‌দূদা-, ১৩। ওয়া বানীনা
(১১) আমাকে এবং তাকে ছেড়ে দিন, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি (১২) এবং তাকে আমি দিয়েছি অজস্র ধনসম্পদ, (১৩) এবং বিদ্যমানতা পুত্র

شُهُوْدًا ۝١٣ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۝١٥ كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ

শুহূদা-। ১৪। ওয়া মাহ্‌হাত্তু লাহূ তাম্‌হীদা-। ১৫। ছুম্মা ইয়াত্বমা'উ আন্ আযীদা। ১৬। কাল্লা-; ইন্নাহূ কা-না
সন্তান। (১৩) এবং তার সুখময় জীবনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি, (১৫) এরপরেও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেই। (১৬) না, তা কখনই হবে না;

لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٧﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٨﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٩﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

লিআ-য়া-তিনা- 'আনীদা-। ১৭। সাউরহিকুহু স্বা'উদা-। ১৮। ইন্নাহূ ফাক্কারা ওয়া ক্বাদ্দারা। ১৯। ফাক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দারা,
নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতসমূহের অবাধ্য। (১৭) আমি অতিশীঘ্রই তাকে কঠিন শাস্তিতে চড়াব। (১৮) সে চিন্তা করল এবং মনস্থ করল, (১৯) সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে করল!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২০। ছুম্মা কুতিলা কাইফা ক্বাদ্দারা। ২১। ছুম্মা নাজারা। ২২। ছুম্মা 'আবাসা ওয়া বাসার। ২৩। ছুম্মা আদ্‌বারা ওয়াস্‌তাক্‌বারা।
(২০) আরও ধ্বংস হোক সে, কিভাবে করল! (২১) তারপর সে পুনঃরায় দেখল, (২২) অতঃপর সে ভ্রুকুটি করল এবং মুখ বাঁকা করল,
(২৩) অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল।

فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৪। ফাক্বা-লা ইন হা-যা- ইল্লা- সিহ্‌রুই ইউ'ছার্। ২৫। ইন্ হা-যা~ইল্লা- ক্বাওলুল্ বাশার। ২৬। সাউস্বলীহি সাক্বারা।
(২৪) এবং বলল, এটা যাদু ছাড়া আর কিছুই না, যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। (২৫) এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই না।
(২৬) আমি অতিশীঘ্রই তাকে (সাকার নামক) জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا

২৭। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- সাক্বার। ২৮। লা- তুব্‌ক্বী ওয়ালা- তাযার। ২৯। লাওয়্যা-হাতুল লিল্‌বাশার। ৩০। 'আলাইহা-
(২৭) আপনি জানেন, সাকার কী? (২৮) সে তাদেরকে না জীবিত রাখবে এবং না (মৃত্যু দিয়ে) ছেড়ে দিবে। (২৯) সে চামড়া ঝলসিয়ে দিবে, (৩০) এতে

تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ

তিস'আতা 'আশার। ৩১। ওয়ামা- জ্বা'আলনা~আস্বহা-বান্ না-রি ইল্লা- মালা—ইকাতাওঁ ওয়ামা- জ্বা'আলনা- 'ইদ্দাতাহুম
প্রহরী রয়েছে উনিশজন (ফেরেশতা)। (৩১) আমি ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কাউকেই জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিনি।

اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ

ইল্লা- ফিত্‌নাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ লিয়াস্তাইক্বিনাল লাযীনা উতুল্ কিতা-বা ওয়া ইয়াযদা-দাল্ লাযীনা
আর আমি তাদের সংখ্যা প্রকাশ করেছি শুধু, কাফিরদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবীগণ নিশ্চিত হয়,

اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا ۙ وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ

আ-মানূ~ঈমা-নাওঁ ওয়ালা- ইয়ার্‌তা-বাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা ওয়াল মু'মিনূনা ওয়া লিয়াক্বূলাল্
এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীগণ ও মুমিনগণ যাতে সন্দেহ না করে। আর যাদের

الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ

লাযীনা ফী কুলূবিহিম্ মারাদ্বুওঁ ওয়াল্ কা-ফিরূনা মা- যা~আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালান ; কাযা-লিকা
অন্তরে (কুফরীর) রোগ আছে তারা এবং কাফিরেরা বলবে, আল্লাহর এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ জাহান্নামের প্রহরী রয়েছে ১৯জন (ফেরেশতা) আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফির বলে উঠলে, হে কোরাইশ জাতি! তোমরা তাতে ভীত হয়োনা। দশজন ফেরেশতাকে আমি ডান বাহু দ্বারা এবং নয়জনকে বাম বাহু দ্বারা হটায়ে দিব। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়াতটি শ্রবণ করে আবু জাহাল বলল, ফেরেশতারা মাত্র উনিশজন আমরা সংখ্যায় অনেক রয়েছি। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফেরেশতাকে হটিয়ে দিতে পারবে না? এ ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কো)

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ

ইউদ্বিল্লুল্লা-হু মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়ামা- ইয়া'লামু জুনূদা রাব্বিকা ইল্লা- হুওয়া ;

করেন, আর যাকে ইচ্ছা সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আর আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। এ (উল্লিখিত বর্ণনা)গুলো

وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ اِذَآ

ওয়ামা- হিয়া ইল্লা- যিক্রা- লিল্বাশার। ৩২। কাল্লা- ওয়াল্ ক্বামার। ৩৩। ওয়াল্লাইলি ইয্ আদ্বার। ৩৪। ওয়াস্ব স্বুবহি ইযা~

মানুষের উপদেশ বাণী। (৩২) কিছুতেই নয়, চাঁদের শপথ, (৩৩) শপথ রজনীর, যখন সে (দিনের) পশ্চাতে যায়। (৩৪) আর শপথ সে প্রভাতের, যখন তা হয়

اَسْفَرَ ۝ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ

আস্ফার। ৩৫। ইন্নাহা- লাইহ্দাল কুবার। ৩৬। নাযীরাল্ লিল্বাশার। ৩৭। লিমান্ শা—আ মিন্কুম আইঁ ইয়াতাক্বাদ্দামা

আলোকিত হয়। (৩৫) নিশ্চয়ই এই জাহান্নাম গুরুতর বিষয়ের একটি, (৩৬) যা মানুষের জন্য ভীতি প্রদানকারী। (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে চায় অগ্রগামী হতে,

اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ

আও ইয়াতাআখ্খার। ৩৮। কুল্লু নাফ্সিম্ বিমা-কাসাবাত্ রাহীনাহ্। ৩৯। ইল্লা ~আস্বহা-বাল্ ইয়ামীন। ৪০। ফী

অথবা যে চায় পিছনে থাকতে তার জন্যও (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। (৩৯) তবে ডান দিকের লোকগণ ব্যতীত। (৪০) তারা

جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ

জ্বান্না-তিন, ইয়াতাসা—আলূন। ৪১। 'আনিল্ মুজ্বরিমীন। ৪২। মা-সালাকাকুম ফী সাক্বার। ৪৩। ক্বা-লূ লাম নাকু

থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসা করবে, (৪১) পাপীদের অবস্থা সম্পর্কে, (৪২) তোমাদেরকে এ জাহান্নামে কিসে নিক্ষেপ করেছে? (৪৩) তারা বলবে, আমরা

مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝

মিনাল্ মুছাল্লীন। ৪৪। ওয়া লাম নাকু নুত্'ইমুল্ মিসকীন্। ৪৫। ওয়া কুন্না- নাখূদ্ব মা'আল খা—ইদ্বীন।

নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (৪৪) আর আমরা অসহায়দেরকে খাদ্য দান করতাম না, (৪৫) এবং আমরা অন্যায় সমালোচনাকারীদের সাথে আলোচনা করতাম।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

৪৬। ওয়া কুন্না- নুকায্যিবু বিইয়াওমিদ্ দীন। ৪৭। হাত্তা ~আতা-নাল ইয়াক্বীন। ৪৮। ফামা- তান্ফা'উহুম শাফা-'আতুশ

(৪৬) আমরা বিচার দিবসকে, মিথ্যা বলতাম। (৪৭) আমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত। (৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনই উপকারে

الشّٰفِعِيْنَ ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ

শা-ফি'ঈন। ৪৯। ফামা- লাহুম 'আনিত্ তায্কিরাতি মু'রিদ্বীন। ৫০। কাআন্নাহুম হুমুরুম্ মুস্তান্ফিরাতুন। ৫১। ফাররাত

আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা (কুরআনের) উপদেশ হতে ফিরে থাকে? (৫০) মনে হয় যেন তারা শঙ্কিত গাধা, (৫১) যা সিংহ

مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

মিন ক্বাস্ওয়ারাহ্। ৫২। বাল্ ইউরীদু কুল্লুম রিইম মিন্হুম আই ইউ'তা- স্বুহুফাম্ মুনাশ্শারাহ্।

থেকে পালাচ্ছে। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তার কাছে একখানা খোলা কিতাব হোক।

كَلَّا ۭ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۝

৫৩। কাল্লা ; বাল্ লা-ইয়াখা-ফূনাল্ আ-খিরাহ্। ৫৪। কাল্লা ~ইন্নাহু তায্কিরাহ্। ৫৫। ফামান্ শা—আ যাকারাহ্।

(৫৩) কখনও নয়, বরং তারা পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখে না। (৫৪) কখনই নয়, কুরআন সবার জন্যই উপদেশ। (৫৫) অতএব যে চায়, সে যেন এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

৫৬। ওয়ামা- ইয়ায্কুরূনা ইল্লা ~আইঁ ইয়াশা—আল্লা-হ্ ; হুওয়া আহ্লুত্ তাক্বওয়া- ওয়া আহ্লুল্ মাগ্ফিরাহ্।

(৫৬) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই (আল্লাহ) ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার মালিক।

সূরা ক্বিয়া-মাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ

১। লা~উক্বসিমু বিইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি। ২। ওয়ালা~উক্বসিমু বিন্নাফসিল্ লাওয়্যা-মাহ্। ৩। আইয়াহ্সাবুল্
(১) আমি শপথ করছি, কিয়ামত দিবসের; (২) এবং শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার। (৩) মানুষ কি চিন্তা করে

الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤

ইন্সা-নু আল্লান্ নাজ্মা'আ 'ইযা-মাহ্। ৪। বালা- ক্বা-দিরীনা 'আলা~আন নুসাওয়্যিয়া বানা-নাহ্।
যে, তার হাড়গুলো আমি একত্র করতে পারব না? (৪) হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তার অংগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত সু-বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦

৫। বাল্ ইউরীদুল্ ইন্সা-নু লিইয়াফজুরা আমা-মাহ্। ৬। ইয়াস্আলু আইয়্যা-না ইয়াওমুল ক্বিয়া-মাহ্।
(৫) তবুও মানুষ তার সামনের জীবনে পাপ করতে চায়। (৬) সে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামতের দিন কবে আসবে?

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ

৭। ফাইযা- বারিক্বাল্ বাস্বার। ৮। ওয়া খাসাফাল ক্বামার। ৯। ওয়া জুমি'আশ্ শাম্সু ওয়াল ক্বামার। ১০। ইয়াক্বুলুল্
(৭) যখন দৃষ্টি শক্তি ঝলসিয়ে যাবে, (৮) এবং চন্দ্র হয়ে যাবে আলোহীন, (৯) যখন একত্র করা হবে চন্দ্র ও সূর্যকে, (১০) সেদিন মানুষ

الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ

ইন্সা-নু ইয়াওমাইযিন্ আইনাল্ মাফাররু। ১১। কাল্লা-লা-ওয়াযার্। ১২। ইলা- রাব্বিকা ইয়াওমাইযিনিল্
বলবে, আজ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না, কোথাও আশ্রয় স্থল নেই। (১২) সেদিন একমাত্র আপনার প্রতিপালকের নিকটই হবে অবস্থান

الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ

মুস্তাক্বার্‌রু। ১৩। ইউনাব্বাউল্ ইন্সা-নু ইয়াওমাইযিম্ বিমা- ক্বাদ্দামা ওয়া আখ্খার। ১৪। বালিল্ ইন্সা-নু 'আলা-
স্থল। (১৩) সেদিন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে (তার কর্মসমূহ) সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং পেছনে রেখে গেছে। (১৪) বরং মানুষ তার নিজের সম্পর্কেই

نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٥﴾ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٦﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝

নাফ্সিহী বাশীরাহ্। ১৫। ওয়া লাও আল্কা- মা'আ-যীরাহ্। ১৬। লা-তুহার্‌রিক বিহী লিসা-নাকা লিতা'জ্বালা বিহ্।
নিজে অবহিত হবে। (১৫) যদিও সে পেশ করবে, অনেক অপারগতা। (১৬) (হে নবী!) আপনি (ওহী) স্মরণ রাখার জন্য তাড়াহুড়া করে আপনার জিহ্বা নাড়বেন না।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

১৭। ইন্না 'আলাইনা- জ্বাম্'আহূ ওয়া কুর্‌আ-নাহ্। ১৮। ফাইযা- ক্বারা'না-হু ফাত্তাবি' কুর্‌আ-নাহ্। ১৯। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- বায়া-নাহ্।
(১৭) নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ করার এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। (১৮) সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) অতঃপর তা বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমার।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝

২০। কাল্লা- বাল্ তুহ্ব্বূনাল্ 'আ-জ্বিলাহ্। ২১। ওয়া তাযারূনাল্ আ-খিরাহ্। ২২। উজুহুই ইয়াওমাইযিন্ না-দ্বিরাহ্।
(২০) কখনও নয়; বরং তোমরা ইহকালকেই ভালোবাস (২১) এবং পরকালকে ছেড়ে দিয়েছ। (২২) সেদিন কোন কোন চেহারা জ্যোতির্ময় (উজ্জ্বল) হবে;

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

২৩। ইলা- রাব্বিহা- না-যিরাহ্। ২৪। ওয়া উজুহুই ইয়াওমাইযিম্ বা-সিরাহ্। ২৫। তাজুননু আই ইউফ্'আলা বিহা- ফা-ক্বিরাহ্।
(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) কতক চেহারা সেদিন বিষন্ন (অনুজ্জ্বল) হবে, (২৫) এ চিন্তায় যে, আজ তাদের ভাগ্যে ঘটবে কঠিন বিপদ।

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ

২৬। কাল্লা ~ইযা- বালাগাতিত্ তারা-ক্বিয়া। ২৭। ওয়া ক্বীলা মান রা-ক্ব। ২৮। ওয়া জান্না আন্নাহুল ফিরা-ক্ব। ২৯। ওয়াল্‌তাফ্‌ফাতিস্
(২৬) এমন কখনও নয়, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, (২৭) বলা হবে কে তাকে বাচাবে? (২৮) এবং সে বুঝবে যে, এটা তার বিচ্ছেদের সময়। (২৯) এবং পায়ের

السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٠﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨ الْمَسَاقُ ﴿٣١﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣٢﴾ وَلٰكِنْ

সা-ক্ব বিস্‌সা-ক্ব। ৩০। ইলা- রাব্বিকা ইয়াওমাইযিনিল্ মাসা-ক্ব। ৩১। ফালা- ছাদ্দাক্বা ওয়ালা- ছাল্লা-। ৩২। ওয়া লা-কিন্
সাথে পা জড়িয়ে পড়বে। (৩০) সেদিন আপনার প্রতিপালকের দিকেই গমন। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি (কুরআনকে) এবং নামাজও পড়েনি। (৩২) বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٤﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ ثُمَّ

কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-। ৩৩। ছুম্মা যাহাবা ইলা~আহ্‌লিহী ইয়াতামাত্তা-। ৩৪। আওলা- লাকা ফাআওলা-। ৩৫। ছুম্মা
এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (৩৩) অতঃপর সে উদ্ধতভাবে তার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল। (৩৪) কঠিন বিপদ তোমার জন্য, কঠিন বিপদ। (৩৫) পুনরায়

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٦﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٧﴾ اَلَمْ يَكُ

আওলা- লাকা ফাআওলা-। ৩৬। আ ইয়াহ্‌সাবুল্ ইন্‌সা-নু আই ইউত্‌রাকা সুদা-। ৩৭। আলাম ইয়াকু
কঠিন বিপদ তোমার জন্য, কঠিন বিপদ। (৩৬) মানুষ কি চিন্তা করে যে, তাদেরকে এমনিই (বিনা হিসাবে) ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) তবে কি

نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ

নুত্বফাতাম্ মিম্ মানিয়্যিই ইউম্‌না-। ৩৮। ছুম্মা কা-না 'আলাক্বাতান্ ফাখালাক্বা ফাসাওয়্যা-। ৩৯। ফাজ্বা'আলা মিনহুয
সে এক ফোঁটা বীর্য ছিল না?(৩৮) অতঃপর সে রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সুন্দরভাবে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেন। (৩৯) অতঃপর তিনি (আল্লাহ)

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٠﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۝

যাওজ্বাইনিয যাকারা ওয়াল্ উন্‌ছা-। ৪০। আলাইসা যা-লিকা বিক্বা-দিরিন 'আলা~আই ইউহ্‌ইয়াল মাওতা-।
তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া পুরুষ ও নারী। (৪০) এরপরেও কি তিনি (আল্লাহ) মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

সূরা দাহর
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩১
রুকূ ঃ ২

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١ اِنَّا

১। হাল্ আতা- 'আলাল্ ইনসা-নি হ্বীনুম্ মিনাদ্ দাহ্‌রি লাম্ ইয়াকুন্ শাইআম্ মায্‌কূরা-। ২। ইন্না-

(১) মানুষের উপর এমন একটা কাল অতিবাহিত হয়েছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য বিষয়ই ছিল না। (২) নিশ্চয়ই

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন নুত্বফাতিন আম্‌শা-জ্বিন, নাবতালীহি ফাজ্বা'আলনা-হু সামী'আম্ বাস্বীরা-।

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিশ্রিত বীর্য ফোঁটা হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দিয়েছি।

۝٣ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٤ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا

৩। ইন্না- হাদাইনা-হুস্ সাবীলা ইম্মা- শা-কিরাওঁ ওয়া ইম্মা- কাফূরা-। ৪। ইন্না~আ'তাদনা- লিল্‌কা-ফিরীনা সালা-সিলা

(৩) নিশ্চয়ই আমি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (৪) আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য তৈরি করে রেখেছি,

وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٥ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝

ওয়া আগ্‌লা-লাওঁ ওয়া সা'ঈরা-। ৫। ইন্নাল আবরা-রা ইয়াশ্‌রাবূনা মিন কা'সিন কা-না মিযা-জুহা- কা-ফূরা-।

শিকল বেড়ি এবং জ্বলন্ত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ, পরিপূর্ণ পান পাত্র থেকে এমন পানীয় পান করবে, যা কর্পূর (সুগন্ধ দ্রব্য) মিশ্রিত,

۝٦ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٧ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

৬। 'আইনাইঁ ইয়াশ্‌রাবু বিহা- 'ইবা-দুল্লা-হি ইউফাজ্জিরূনাহা- তাফজীরা-। ৭। ইউফূনা বিন্‌নায্‌রি

(৬) যা একটি নহর, যা থেকে আল্লাহর (নেক) বান্দাগণ পান করবে, তারা সে নহরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রবাহিত করবে। (৭) তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে

✪ টীকা (আঃ ২) ঃ অর্থাৎ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রিত শুক্র হতে। কেননা, স্ত্রীলোকের শুক্রও ভিতরে ভিতরে জরায়ুর মধ্যে পতিত হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ এটা বেহেশতীদের কারামত। নহরসমূহ তাদের বশীভূত হবে। বেহেশতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা উক্ত ছড়ি দ্বারা নহরগুলোকে যেদিকে ইঙ্গিত করবে, তারা সেদিকেই প্রবাহিত হবে। বেহেশতের পানির সাথে যে কর্পূর মিশানো হবে, তা পৃথিবীর কর্পূরের ন্যায় নয়। তা হবে স্বতন্ত্র ধরনের। অবশ্য শুভ্রতা, শীতলতা, স্ফূর্তিবর্ধন এবং অন্তরে ও মস্তিষ্কে শক্তি প্রদানে তার সাদৃশ হবে। (বঃ কোঃ)

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا

ওয়া ইয়াখা-ফূনা ইয়াওমান কা-না শাররুহূ মুস্তাত্বীরা- । ৮ । ওয়া ইউত্বঈমূনাত্ব ত্বা'আ-মা 'আলা- হুব্বিহী মিসকীনাওঁ

এবং সে দিবসের ভয় করে, যার অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে। (৮) তারা খাদ্য দান করে অসহায়দেরকে, ইয়াতীমদেরকে এবং বন্দীদেরকে, একমাত্র

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

ওয়া ইয়াতীমাওঁ ওয়া আসীরা- । ৯ । ইন্নামা-নুত্ব'ইমুকুম লিওয়াজ্বহিল্লা-হি লা-নুরীদু মিন্কুম জ্বাযা—আওঁ ওয়ালা- শুকূরা- ।

আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। (৯) (৯) তারা বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।'

﴿١٠﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١١﴾ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ

১০ । ইন্না-নাখা-ফু মির্ রাব্বিনা-ইয়াওমান্ 'আবূসান্ ক্বাম্ত্বারীরা- । ১১ । ফাওয়াক্বা-হুমুল্লা-হু শার্‌রা যা-লিকাল

(১০) আমরা ভয় করি, আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক বিপদময় কঠোর দিবসের। (১১) বিনিময়ে, আল্লাহ তাদের সে দিবসের বিপদ হতে রক্ষা করবেন এবং

الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١٢﴾ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٣﴾ مُّتَّكِئِينَ

ইয়াওমি ওয়া লাক্বক্বা-হুম নাদ্বরাতাওঁ ওয়া সুরূরা- । ১২ । ওয়া জ্বাযা-হুম বিমা- স্বাবারূ জ্বান্নাতাওঁ ওয়া হারীরা- । ১৩ । মুত্তাকিঈনা

তাদের (চেহারায়) থাকবে ঔজ্জ্বল্যতা এবং (মনে) থাকবে আনন্দ। (১২) এবং তাদের ধৈর্যের জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবেন জান্নাত ও রেশমী কাপড়। (১৩) সেখানে তারা

فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٤﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ

ফীহা- 'আলাল্ আরা—ইকি, লা- ইয়ারাওনা ফীহা-শাম্সাওঁ ওয়ালা- যামহারীরা- । ১৪ । ওয়া দা-নিয়াতান 'আলাইহিম

হেলান দিয়ে বসবে সু-সজ্জিত আসনে, সেখানে তারা দেখবে না রৌদ্রজ্জ্বল এবং অনুভব করবে না তীব্র ঠাণ্ডা। (১৪) জান্নাতের ছায়া তাদের

ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٥﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ

যিলা-লুহা- ওয়া যুল্লিলাত্ কুত্বূফুহা-তাযলীলা- । ১৫ । ওয়া ইউত্বা-ফু 'আলাইহিম বিআ-নিয়াতিম্ মিন্ ফিদ্দাতিওঁ

উপর এগিয়ে আসবে এবং তার ফলসমূহ তাদের দিকে ঝুকানো থাকবে। (১৫) (পরিবেশকগণ) রৌপ্যের পাত্র এবং সীসার

وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٦﴾ قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٧﴾ وَيُسْقَوْنَ

ওয়া আকওয়া-বিন্ কা-নাত্ ক্বাওয়া-রীরা । ১৬ । ক্বাওয়া-রীরা মিন্ ফিদ্দাতিন্ ক্বাদ্দারূহা- তাক্বদীরা- । ১৭ । ওয়া ইউসক্বাওনা

পাত্র নিয়ে তাদের চারপাশে ঘোরবে। (১৬) সে সীসার ও রৌপ্যের তৈরি পাত্র, পরিমাপ মত পূর্ণ করবে। (১৭) সেথায় তাদেরকে

فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٨﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

ফীহা- কা'সান কা-না মিযা-জুহা- যানজ্বাবীলা- । ১৮ । 'আইনান ফীহা- তুসাম্মা- সাল্সাবীলা ।

আদ্রক মিলানো পানি পান করতে দেয়া হবে। (১৮) জান্নাতে রয়েছে একটি নহর, যার নাম সালসাবীল।

﴿١٩﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

১৯ । ওয়া ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম ওয়িল্দা-নুম্ মুখাল্লাদূন, ইযা- রাআইতাহুম হাসিব্তাহুম লু'লুআম্ মানছূরা- ।

(১৯) এবং তার চার পাশে কিশোর বালকেরা ঘুরে বেড়াবে। যখন আপনি তাদের দেখবেন, তখন দেখে মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ

২০। ওয়া ইযা-রাআইতা ছাম্মা রাআইতা না'ঈমাওঁ ওয়া মুল্‌কান্ কাবীরা-। ২১। 'আ-লিয়াহুম ছিয়া-বু সুন্দুসিন্

(২০) আর আপনি সেখানের যেখানেই দৃষ্টি করবেন, সেখানেই দেখবেন, নেয়ামতসমূহ এবং বিরাট রাজত্ব। (২১) তাদের পোশাক হবে পাতলা সবুজ,

خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

খুদ্বরুওঁ ওয়া ইস্তাব্‌রাক্বুওঁ ওয়া হুল্‌লূ~আসা-ওয়িরা মিন্ ফিদ্দাতিন, ওয়া সাক্বা-হুম রাব্বুহুম শারা-বান্ ত্বাহূরা-।

রেশমী কাপড় ও পুরো রেশমী কাপড়। তাদেরকে রৌপ্যের কংকণে সু-সজ্জিত করানো হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানি পান করাবেন।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

২২। ইন্না হা-যা- কা-না লাকুম জ্বাযা—আওঁ ওয়া কা-না সা'ইউকুম মাশ্‌কূরা-। ২৩। ইন্না- নাহ্‌নু নায্‌যালনা-

(২২) (তাদেরকে বলা হবে) এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ। (২৩) আমি আপনার প্রতি কুরআন

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

'আলাইকাল কুরআ-না তান্‌যীলা-। ২৪। ফাস্বির লিহুক্‌মি রাব্বিকা ওয়ালা- তুত্বি' মিন্‌হুম আ-ছিমান্ আও কাফূরা-।

নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে। (২৪) সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতিক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদের মধ্যে যে পাপী ও কাফিরদের তাদের কথা শোনবেন না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ

২৫। ওয়াযকুরিস্‌মা রাব্বিকা বুক্‌রাতাওঁ ওয়া আছীলা-। ২৬। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাস্‌জুদ লাহূ ওয়া সাব্বিহ্‌হু

(২৫) এবং সকাল সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের নামের যিকির করুন। (২৬) আর রাতের কিছু অংশে তাঁর জন্য সিজদা করুন এবং গভীররাতে

لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

লাইলান্ ত্বাওয়ীলা-। ২৭। ইন্না হা~উলা—ই ইউহ্বিব্বূনাল 'আ-জ্বিলাতা ওয়া ইয়াযারূনা ওয়ারা—আহুম ইয়াওমান্

তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করুন। (২৭) তারা (কাফিরেরা) ইহকালকে পছন্দ করে এবং তারা আগত গুরুতর (কঠিন) দিবসকে

ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

ছাক্বীলা-। ২৮। নাহ্‌নু খালাক্বনা-হুম ওয়া শাদাদ্‌না~আস্‌রাহুম, ওয়া ইযা- শি'না- বাদ্দালনা~আমছা-লাহুম

এড়িয়ে চলে। (২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জোড়াগুলো মজবুত করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব, তাদের পরিবর্তে তাদের মতই অন্যকে

تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

তাব্‌দীলা-। ২৯। ইন্না হা-যিহী তাযকিরাতুন, ফামান শা—আত তাখাযা ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-।

প্রতিষ্ঠিত করব। (২৯) নিশ্চয়ই এটা (আমার) উপদেশ। অতএব যে চায়, সে যেন তার প্রতিপালকের রাস্তা গ্রহণ করে।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০। ওয়ামা- তাশা—উনা ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান হ্বাকীমা-।

(৩০) আর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোনই ইচ্ছা (সৃষ্টি) হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ।

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩১। ইউদ্‌খিলু মাইঁ ইয়াশা—উ ফী রাহ্‌মাতিহী ; ওয়াজ্জা-লিমীনা আ'আদ্দা লাহুম 'আযা-বান্ আলীমা-।

(৩১) তিনি যাকে চান, তাকে তাঁর অনুগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পাপিষ্ঠদের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

সূরা মুরছালা-ত
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫০
রুকূ ঃ ২

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣

১। ওয়াল্ মুর্‌সালা-তি 'উর্‌ফান। ২। ফাল্ 'আ-স্বিফা-তি 'আস্বফান্। ৩। ওয়ান্না-শিরা-তি নাশ্‌রা-।
(১) শপথ, সৌরভ ছড়ানো বায়ুর, (২) শপথ, ঝড়ের বেগে প্রবাহিত বায়ুর, (৩) শপথ, মেঘমালা বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর;

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ

৪। ফাল্‌ফা-রিক্বা-তি ফার্‌ক্বান্। ৫। ফাল মুল্‌ক্বিয়া-তি যিকরান। ৬। 'উয্‌রান আও নুয্‌রা-। ৭। ইন্নামা- তূ'আদূনা
(৪) শপথ, সত্য ও মিথ্যা পার্থক্যকারীর, (৫) শপথ তার, যে উপদেশসহ উপস্থিত হয়। (৬) যা দলীল এবং সতর্কস্বরূপ। (৭) তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,

لَوَاقِعٌ ۝٧ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩ وَاِذَا

লাওয়া-ক্বি'। ৮। ফাইযান্ নুজূমু ত্বমিসাত্। ৯। ওয়া ইযাস্ সামা—উ ফুরিজ্বাত্। ১০। ওয়া ইযাল্
তা ঘটবেই। (৮) যখন তারকাগুলো বিলুপ্ত হবে; (৯) যখন আকাশ ফেটে যাবে, (১০) যখন

الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١١ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١٢ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٣ لِيَوْمِ

জিবা-লু নুসিফাত্। ১১। ওয়া ইযার রুসুলু উক্বিক্বিতাত্। ১২। লিআয়্যি ইয়াওমিন্ উজ্জিলাত্। ১৩। লিয়াওমিল্
পাহাড়গুলো উপড়ে পড়বে (১১) এবং রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। (১২) কোন দিনের জন্য এ সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) ফয়সালার

✪ টীকা (আঃ ১) ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা মিনার এক গুহায় রাসূল (স)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে সুরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স) সুরাটি আবৃত্তি করতেন, আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সুরার নূরে তাঁর মুখমণ্ডল তখন সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সম্মুখে এসে পড়লে রাসূল (স) আমাদেরকে সাপটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আমরা সাপটিকে মারার উপক্রম করলে সাপটি দ্রুত পালিয়ে যায়। রাসূল (স) তখন বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছে, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে। (মাঃ কুঃ)

✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ অর্থাৎ, কিয়ামত, বস্তুতঃ কিয়ামতের সাথে এ সমস্ত বস্তুর শপথের সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা, সিঙ্গায় প্রথমবার ফুৎকার দিয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবার্তায় সাধিত ঘটনার তুল্য। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনর্জীবিত করার ব্যাপারটি হিতকর ও মনোরম বায়ুর দ্বারা সাধিত কার্যাবলির তুল্য। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১২) ঃ এ প্রশ্নোত্তরের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, সব সময়েই কাফেররা নিজ নিজ যুগের নবীগণকে অবিশ্বাস করেছে, এ যুগের কাফেররাও হুযুর (সা)-কে অবিশ্বাস করেছে। প্রকারান্তের এরা কিয়ামতকেও অবিশ্বাস করছে। তাদের এ অবিশ্বাসের শাস্তি যথাসময়েই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিশেষ হেকমতের কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু তা অবশ্যই হবে। (বঃ কোঃ)

الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٥﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

ফাস্বলি ; ১৪। ওয়ামা ~আদ্‌রা-কা মা-ইয়াওমুল ফাছ্‌লি। ১৫। ওয়াইলুই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন।
দিবসের জন্য, (১৪) আর আপনি কি জানেন সে ফয়সালার দিবস কি? (১৫) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য।

﴿١٦﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٨﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ

১৬। আলাম নুহ্‌লিকিল্ আওয়্যালীন। ১৭। ছুম্মা নুত্‌বি'উহুমুল আ-খিরীন। ১৮। কাযা-লিকা নাফ্'আলু
(১৬) আমি কি পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী)-দের ধ্বংস করিনি? (১৭) তারপর আমি পরবর্তীদেরকেও ওদের অনুসারী করাব। (১৮) পাপীদের প্রতি আমি

بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

বিল্ মুজ্‌রিমীন। ১৯। ওয়াইলুই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২০। আলাম নাখ্‌লুক্বকুম্ মিম্ মা—ইম্ মাহীন।
এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (বীর্য) হতে সৃষ্টি করিনি?

﴿٢١﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٣﴾ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ

২১। ফাজ্বা'আল্‌না-হু ফী ক্বারা-রিম্ মাকীন। ২২। ইলা- ক্বাদারিম্ মা'লূম। ২৩। ফাক্বাদার্‌না- ফানি'মাল্
(২১) অতঃপর আমি তা সুরক্ষিত নিরাপদ জায়গায় রেখেছি, (২২) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২৩) আমি তা পরিমাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে রেখে দিয়েছি।

الْقَٰدِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝

ক্বা-দিরূন। ২৪। ওয়াইলুই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২৫। আলাম্ নাজ্‌আলিল্ আর্‌দ্বা কিফা-তা-।
আমি খুবই উত্তম পরিমাপকারী। (২৪) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৫) আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারী রূপে সৃষ্টি করিনি,

﴿٢٦﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٧﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً

২৬। আহ্‌ইয়া—আওঁ ওয়া আম্‌ওয়া-তা-। ২৭। ওয়া জ্বা'আল্‌না- ফীহা- রাওয়া-সিয়া শা-মিখা-তিওঁ ওয়া আস্‌ক্বাইনা-কুম্ মা—আন্
(২৬) জীবিত এবং মৃতদের জন্য? (২৭) আমি তাতে (পৃথিবীতে) সুউচ্চ সু-দৃঢ় পাহাড় সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পানের জন্য দিয়েছি

فُرَاتًا ﴿٢٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ انطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝

ফুরা-তা-। ২৮। ওয়াইলুই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ২৯। ইন্‌ত্বালিক্ব~ইলা- মা- কুন্‌তুম বিহী তুকায্‌যিবূন।
মিষ্টি পানি। (২৮) সেদিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৯) তোমরা যা অবিশ্বাস করতে, (আজ) সে (জাহান্নামের) দিকেই চল।

﴿٣٠﴾ انطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ ﴿٣١﴾ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ ۝

৩০। ইন্‌ত্বালিক্ব~ইলা- যিল্লিন্ যী ছালা-ছি শু'আব্। ৩১। লা- যালীলিওঁ ওয়ালা- ইউগ্‌নী মিনাল্ লাহাব্।
(৩০) চল, তিন শাখায় বিভক্ত হওয়া ছায়ার দিকে, (৩১) যা প্রকৃত ছায়া নয়, এবং যা প্রজ্বলিত অগ্নি হতে রক্ষাও করতে পারে না।

✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ কেননা, মানুষ এ যমীনের উপরই অবস্থান ও জীবনযাপন করে এবং মৃত্যুর পরে এখানেই কবরস্থ হয়ে কিংবা নিমজ্জিত ও দগ্ধ হয়ে পরিশেষে মাটির অংশরূপে যমীনেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরবর্তী এ অবস্থাটি এরূপে নেয়ামত বলে গণ্য হয় যে, যদি মৃতদেহ কবরস্থ না হত, তবে জীবিত লোকেরা দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে মৃতদের চেয়ে নিকৃষ্টতম অবস্থায় পতিত হত। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩০) ঃ এ ছায়ার অর্থ দোযখ হতে নির্গত এক প্রকার ধূম্রজাল। কেননা, উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হবে, অতএব, ঊর্ধ্বে উঠে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। কাফেররা হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ ধূম্রজালের বেষ্টনীতে থাকবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। (বঃ কোঃ)

٣٢ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ٣٤ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

৩২। ইন্নাহা- তার্মী বিশারারিন্ কাল্ ক্বাছ্রি। ৩৩। কাআন্নাহূ জ্বিমা-লাতুন্ স্বুফ্রুন। ৩৪। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্
(৩২) নিশ্চয়ই জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা, উঁচু প্রাসাদের মত, (৩৩) এবং হলুদ বর্ণের উটের পালের মত। (৩৪) আজ (কঠিন) বিপদ

لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٥ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ○

লিল্ মুকায্যিবীন। ৩৫। হা-যা- ইয়াওমু লা-ইয়ান্ত্বিকূন। ৩৬। ওয়ালা- ইউ'যানু লাহুম ফাইয়া'তাযিরূন।
অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৫) আজ এমন একদিন, যেদিন তাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে। (৩৬) এবং তাদেরকে অপরাগতা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হবে না।

٣٧ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ○

৩৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল লিল্ মুকায্যিবীন। ৩৮। হা-যা- ইয়াওমুল ফাস্বলি, জ্বামা'না-কুম ওয়াল্ আওয়্যালীন।
(৩৭) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৩৮) আজ ফয়সালার দিন। আজ আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সমবেত করেছি।

১ ع ৪০ ২১ রুকূ ٣٩ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٤٠ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤١ إِنَّ

৩৯। ফাইন্ কা-না লাকুম কাইদুন ফাকীদূন। ৪০। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্যিবীন। ৪১। ইন্নাল
(৩৯) যদি তোমরা (আজ) আমার সাথে কোন প্রতারণা করতে চাও, তবে কর। (৪০) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪১) নিশ্চয়ই

الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٰلٍ وَعُيُونٍ ٤٢ وَفَوٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٣ كُلُوا وَ

মুত্তাক্বীনা ফী জ্বিলা-লিওঁ ওয়া 'উইয়ূন। ৪২। ওয়া ফাওয়া-কিহা মিম্মা- ইয়াশ্তাহূন। ৪৩। কুলূ ওয়াশ্
পরহেজগারগণ থাকবে, ছায়ায় এবং প্রবাহিত নহরসমূহের মধ্যে, (৪২) এবং তাদের পছন্দনীয় ফলসমূহের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে

اشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٤ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

রাবূ হানী—আম্ বিমা- কুন্তুম তা'মালূন। ৪৪। ইন্না- কাযা-লিকা নাজ্বযিল মুহ্সিনীন।
তোমরা তৃপ্তিসহ, খাও ও পান কর। তোমাদের নেক কর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (৪৪) এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

٤٥ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٦ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ○

৪৫। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্যিবীন। ৪৬। কুলূ ওয়া তামাত্তা'উ ক্বালীলান ইন্নাকুম মুজ্বরিমূন।
(৪৫) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৬) তোমরা অল্প সময় খেয়ে নাও এবং (পার্থিব সম্পদ) ভোগ কর, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।

٤٧ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٨ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ○

৪৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্যিবীন। ৪৮। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুর কা'উ লা ইয়ারকা'ঊন।
(৪৭) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা মাথা নত কর (নামাজ পড়), তারা মাথা নত করে না।

২ ع ৫০ ২২ রুকূ ٤٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○

৪৯। ওয়াইলুঁই ইয়াওমাইযিল লিল মুকায্যিবীন। ৫০। ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম বা'দাহূ ইউ'মিনূন।
(৪৯) সেদিন কঠিন বিপদ, অবিশ্বাসীদের জন্য। (৫০) অতএব তারা (অবিশ্বাসীরা) এ কুরআনের পরে, আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে?